Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা সুলতানা

রোলঃ 227020514

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা সুলতানা

রোলঃ 227020514

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহমিদা সুলতানা, আইডিঃ 227020514 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফাহমিদা সুলতানা

আইডিঃ 227020514

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

"১.ভূমিকা
২.ইলমের পরিচয়
৩.ইলম ফরজ হওয়ার দলীল
৪.ফরয ইলমের প্রকারভেদ
৫.ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
৬.ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব
৭.আলেমের মর্যাদা
৮.ইলম অর্জনে ওলামায়ে কেরামের কঠোর সাধনা
৯.ইলম প্রচার-প্রসারে নবীযুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ
১০.তালেবে ইলমের দায়িত্ব ও করণীয়
১১.তালেবে ইলমের প্রতি ইমাম আবু হানিফা রহ.এর নসীহত
১২.হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর কিছু বক্তব্য"

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

"তোমরা কি ধারণা কর যে,আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক,তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।"সুরা মুমিনুন, আয়াত ১১৫, ১১৬

আল্লাহ তা'আলা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া মাখলুক সৃষ্টি করেন নি।মানুষের মনগড়া কথাবার্তা থেকে তিনি পবিত্র।প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার হেকমত রয়েছে।তাহলে মাখলুক সৃষ্টির পিছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে?উদ্দেশ্য হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা।তিনি পবিত্র কুরআনে বলেন, "আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।"'সুরা জারিয়া, আয়াত ৫৬

নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ পাক যে শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন,তা যথাযথভাবে পালন করাই হলো ইবাদাত।যারা আল্লাহর অনুগত বান্দা তাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ

যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য। সূরা নিসা,আয়াত ১৩

আর যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেছেন।মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُبِيْنٌ

যে আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করে এবং সীমা লঙ্ঘন করে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।সুরা নিসা, আয়াত ১৪

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?"

সুরা কিয়ামাহ, আয়াত ৩৬

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে, তার উপর দায়িত্ব ও বিধিনিষেধ আরোপ করা ছাড়া এভাবেই তাকে দুনিয়াতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

শরয়ি বিধান তথা ইবাদতের সারাংশ হলো 'আদেশ ও নিষেধ', যা পালনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুত জান্নাত অর্জিত হয় কিংবা তাতে অবহেলার কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেতে হয়। আর এই আদেশ-নিষেধকে তখনি আমলে আনা সম্ভব, যখন সেগুলোর ব্যাপারে বান্দা অবগতি লাভ করবে। আর 'শরিয়াহ'ই হলো সেসব জানার একমাত্র পথ। অবশ্য এর বিপরীতে অনেকে মনে করেন 'আকলে'র মাধ্যমে এগুলো জানা সম্ভব; অথচ এটা ভুল চিন্তা। কেননা সৃষ্টিজীবের আকল বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনো এমন হয় যে, একজন যে বিষয়টি ভালো মনে করে, ঠিক ওই জিনিসটিই অন্যজন মন্দ মনে করে। এজন্য মিথ্যা থেকে সত্য পৃথক করার, ভালোকে মন্দ থেকে আলাদা করার একমাত্র মাধ্যম হলো শরিয়ত।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশে। আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে করেছি নুর, যদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন। সূরা শুরা,আয়াত ৫২

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আদমের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিচ্ছেন- নবীজি ওহি আসার আগ পর্যন্ত 'কিতাব কী এবং ঈমান কী'-এ ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন। ঐশী-মাধ্যম ব্যতিরেকে সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ জানার জন্য তখন যদি কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি থেকে থাকতেন, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হতেন সেই ব্যক্তি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার প্রদত্ত 'ওহি ও শরিয়ত'কে 'নুর' নামে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ

আমি একে করেছি নুর, যদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। সুরা শুরা, আয়াত ৫২

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, শরিয়াহপ্রদত্ত নুর ছাড়া মানুষের অধিকারে এমন কোনো নুর নেই, যার মাধ্যমে সে পথপ্রাপ্ত হবে এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে।

এর মানে এই নয় যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণে আকলের কোনো ভূমিকা নেই; বরং ঐশী নির্দেশনা ছাড়া যে আকল স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়- তা বুঝানো উদ্দেশ্য। যদি ভালো-মন্দ পার্থক্য নির্ণয়ে বিবেক স্বনির্ভর হতো, তাহলে শরিয়ত নিয়ে নবীগণের আগমনের কোনো প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু তাদের অর্থহীন প্রেরণ করা থেকে আল্লাহর সত্তা পবিত্র।

যদি রিসালাত তথা 'আল্লাহর বাণী' না হতো, তাহলে মানুষের বিবেক দুনিয়া-আখেরাতের লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণে কূলকিনারা পেতো না। বান্দার প্রতি রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত! বিরাট অনুগ্রহ! তিনি তাদের নিকট নবী পাঠিয়েছেন। নবীদের উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। যদি মহান প্রভু এমনটা না করতেন, মানবজাতি জীব-জন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণীর স্তরে অধঃপতিত হতো। বরং বলা চলে, এর চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হতো। যে আল্লাহর বিধানসমূহ আঁকড়ে ধরবে, এর উপর অবিচল থাকবে, সে সৃষ্টির সেরা বিবেচিত হবে। আর যে আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করবে, শরিয়তের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে, সে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে। তার অবস্থা কুকুর, শূকর ও চতুষ্পদ প্রাণী থেকেও নিকৃষ্ট হবে।মাজমাউল ফাতওয়া: ১৯/৯৯, ১০০

যখন শরয়ি বিধানের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হলো তখন শরিয়তের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও প্রতিভাত হলো, যাতে তারা আল্লাহর পছন্দসই বিধান মেনে ইবাদত করতে পারে। কিন্তু শিক্ষা অর্জন ছাড়া তো শরিয়তের বিধান জানার পথ রুদ্ধ। এ কারণেই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এমন শিক্ষা অর্জন করা ফরজ, যা ব্যতিরেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা অসম্ভব। সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যে ওয়াজিব ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করে এবং সেই অনুযায়ী আমল করে, যাতে আল্লাহর সাথে এরকম অবস্থায় সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, দুনিয়া অস্থায়ী, যার ধ্বংস অনিবার্য আর আখেরাত চিরস্থায়ী। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের সময়ের একজন মুমিনের তার কওমের প্রতি দাওয়াতের ভাষার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

হে আমার কওম, এই পার্থিব জীবন কেবল উপভোগের বস্তু আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। সুরা মুমিন, আয়াত ৩৯

আল্লাহ আরও বলেন :

مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানতো! সুরা আনকাবুত, আয়াত ৬৪

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه ، قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء ' فقال مالي و للدنيا ؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح و تركها.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে উঠলে তার পিঠে চাটাইয়ের দাগ পরিলক্ষিত হলো। তখন আমরা বললাম, আল্লাহর রাসুল, যদি চান আমরা নরম বিছানার ব্যবস্থা করি! রাসুলুল্লাহ বললেন, 'দুনিয়াবাসীর কী হলো, আমার অবস্থান তো দুনিয়াতে একজন মুসাফিরের ন্যায়, যে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেয় আবার চলতে শুরু করে।(ইমাম তিরমিজি রহ হাদীসটি বর্ণনা করেন)

এই হলো দুনিয়ার প্রকৃত বাস্তবতা এবং এর মর্যাদা।

বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যে এমন দীনি ইলম অর্জনে সচেষ্ট হয়, যেই ইলমের মাধ্যমে সে ইহকালে সহিহ-শুদ্ধরূপে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে; তাহলেই সে আখেরাতে চিরস্থায়ীভাবে সফল হবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বস্তুগত ফায়দার জন্য পুথিগত বিদ্যা অর্জনের পেছনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে, অঢেল সম্পদ খরচ করে; অথচ তাদের এইসব ছেড়ে একদিন অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। তারা কিছু সময় ও সামান্য সম্পদ দীনি ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করার চিন্তা-ফিকির করে না, যাতে তারা পরকালে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। তারাই হলো অলস- অকর্মণ্য। সুতরাং তোমরা তাদের দলভুক্ত হয়ো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ.

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতির খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। সুরা রুম, আয়াত ৬, ৭

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন—'অধিকাংশ মানুষ বস্তুবাদী জ্ঞান, পার্থিব উপার্জন এবং দুনিয়াবি যাবতীয় বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখে; দুনিয়া কীভাবে হাসিল হয়, উপার্জন প্রক্রিয়া কেমন হতে পারে- এসব ব্যাপারে তারা বেশ সতর্ক-সচেতন; অথচ দীনি বিষয়ে তারা একেবারে উদাসীন।আখেরাতে কোন জিনিস তাদের

জন্য উপকারী হবে সে ব্যাপারে এতোটাই উদাসীন ও অমনোযোগী, যেন চিন্তা-ফিকির বলতে কিছুই নেই।

ইলমের পরিচয়

ইলমের সংজ্ঞা

علمএটি একটি আরবী শব্দ। ع ل মএই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে ইলম শব্দটি গঠিত । ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় ।

العلم بالكسر وسكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها.

الإدراك مطلقا

ইলম শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। এগুলোর একটি অর্থ হচ্ছে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা । দার্শনিকগণ এই অর্থের প্রবক্তা ।

কেউ কেউ বলেন, “ইলমের অর্থ সত্যায়ন করা। চাই তা ইয়াকিনী হোক বা অন্য কিছু। আর অভিধান অনুযায়ী ইলম অর্থ ইয়াকিন বা বিশ্বাস।এর এক অর্থ হচ্ছে التعقلবা আকলের সাহায্যে অনুধাবন করা । আর এই অর্থের ভিত্তিতেই ইলম শব্দটি কল্পনা, ধারণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় । ইলমের আরেকটি অর্থ হচ্ছে:

إدراك المسائل عن دليل

তথা দলিলের ভিত্তিতে মাসআলা আয়ত্ব করা ।

বস্তুত : ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা অনন্য গুণাবলিসমূহের একটি, যা ইলমের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে, করেছে তাকে চিরন্তন ।

ইলমের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্বসূরীগণ এর অন্তর্নিহিত একটি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন । যেই সংজ্ঞায় ইলমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত ইলমের আলামত ফুটে ওঠে । যেমন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন,

ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله

‘বেশি বর্ণনা করা ও অধিক পরিমাণ আক্ষরিক জ্ঞান হাসিল করার নাম ইলম নয়, বরং ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ভয়ের নাম ।

ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন,

الحكمة والعمل نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل ، ولكن
عليه علامة ظاهرة وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلي دار الخلود.

‘হেকমত ও আমল হচ্ছে একটি নূর । যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখান । আর বেশি বেশি মাসআলা জানার নাম ইলম নয় । এর একটি আলামত আছে তা হচ্ছে, ইলমের বদৌলতে ধোঁকার এই জগত থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং চিরস্থায়ী জগতের দিকে মনোযোগি হওয়া ।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

وما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل للأجل

‘ইলম হচ্ছে আমলের নাম ।আর আমল হলো স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগত পরিহার করা ।

ইলমের হাকিকত বা প্রকৃত ইলম:

ইলম হলো, ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানকেই কেবলমাত্র ইলম বলা হয় । এছাড়া অন্য কোন বিদ্যা-জ্ঞানকে ইলম বলা হয় না ।

বর্তমান পৃথিবীতে অনেক রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা রয়েছে । কিন্তু এগুলোকে ইলম বলা যাবে না । ইলম হিসেবে শরীআত এগুলোর স্বীকৃতি ও দেয় না । বেশি থেকে বেশি এগুলোকে জ্ঞান- বিজ্ঞান বলা যেতে পারে ।

আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ পাক নববী দায়িত্ব ও কাজ দিয়ে, দ্বীন ইসলাম নামক মনোনীত ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেন এবং একান্ত সুষ্ঠুভাবে এ কাজ পরিচালনার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান দান করেন । কুরআন-সুন্নাহর এ জ্ঞানই হলো দ্বীনি ইলম বা ইলমে দ্বীন ।

ফরয এর সংজ্ঞা:

শরীঅত কর্তৃক বান্দার উপর আরোপিত অপরিহার্য দায়িত্বকে ফরজ বলে । ফরজ দু'প্রকার তথা ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া ।

ফরজে আইন বলা হয় যা প্রত্যেকের উপর ফরজ। একজন আদায় করা দ্বারা অন্যজন দায়িত্বমুক্ত হয় না। যেমন- ফরজ নামাজ, রোজা ইত্যাদি।

ফরজে কেফায়া যা প্রত্যেকের উপর ফরজ নয় ।বরং যে কেউ আদায় করলে অন্যরা দায়িত্বমুক্ত হয় । যেমন- জানাযা নামাজ ।

ফরজে আইন প্রত্যেকের উপর আবশ্যকীয় । আর অন্যের ফায়দার জন্য এর অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন ফরজে কেফায়া অর্থাৎ একটি সমাজে একজন আলেম থাকলে সকলের পক্ষ থেকে ফরয আদায় হবে যাবে, এতে সকলেই ফরজ তরকের গুনাহ্ থেকে বেঁচে যাবে ।

কোন ইলম শিক্ষা করা ফরয?

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করেন না । কিন্তু অভিধানের আশ্রয় নিয়ে কেউ কেউ অপব্যাখ্যা করেন । ইলম মানে জানা, ইলম মানে জ্ঞান- অভিধানের এই অর্থ গ্রহণ করে কৌশলে অনেকেই জাগতিক জ্ঞান ও সেই সাধনাকেও দীনের অংশ হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন । একারণে বই-পুস্তকে, স্কুল-কলেজের দেয়ালে লেখা থাকে- 'প্রত্যেক নর- নারীর ওপর জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয ।' কিন্তু আসলে এ জ্ঞান তা নয় । বরং কুরআন-হাদীস এবং দ্বীনী বিষয়ের যে জ্ঞান সেটাকেই ইলম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সেগুলোরই ফযীলতের কথা বলা হয়েছে ।

মোটকথা হচ্ছে, জরুরী আকীদা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের প্রতিটি বিধান যথাযথভাবে জানার জন্য মুসলিম যে ইলমের মুখাপেক্ষী সেটাই ফরয ইলম হিসেবে বিবেচিত ।

ইলম ফরজ হওয়ার দলীল

কুরআন ও হাদীস:

أَمَن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ
امر
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের ভয় রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না;) বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? (না) চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান । (সূরা যুমার: আয়াত নং- ০৯)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ
فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর নারীর) উপর ফরয ।" (ইবনে মাযাহ: হাদীস নং-২২৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(সূরা হুজুরাত, আয়াত ১)

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْۤ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَۙ

তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ পুরুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর -(সূরা নাহল,আয়াত-৪৩)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ
لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বাহির হওয়া সংগত নয়, উহাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাহাতে তাহারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করিতে পারে এবং উহাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পারে, যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে যাহাতে তাহারা সতর্ক হয়।

(সূরা তাওবাহ,আয়াত ১২২)

ফরয ইলমের প্রকারভেদ

ফরজ ইলম ৩ প্রকার।

১.যা সবার জন্য ওয়াজিব

২.যা কিছু মানুষের জন্য ওয়াজিব

৩.যা মাঝেমধ্যে ব্যক্তিবিশেষের উপর ওয়াজিব

আবার,ফরয ইলম দুই প্রকার।

১।প্রথম প্রকার ইলম অর্জনের পালা শুরু হয় ঈমান আনার পরেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর মেহেরবানিতে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে সে শুরু থেকেই ঈমানওয়ালা, ইসলামওয়ালা। ঈমান আনার পর থেকে, ইসলাম সম্পর্কে বোধ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই জরুরি ইলমের এই অংশের ইলম অর্জন করা শুরু করতে হয়। এক দিনে, এক সপ্তাহে বা এক মাসে জরুরি ইলমের এই অংশ শিখে শেষ করা যাবে না। এক দিনে, এক

সপ্তাহে বা এক মাসে সব শিখে ফেলার কথা শরীয়ত বলেও না। কিন্তু অল্প অল্প করে অবিরত শিখতে থাকতে হবে। শেখা বাদ দেওয়া যাবে না। জরুরি ইলমের একটি অংশও যতক্ষণ শেখা বাকি থাকবে, ততক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এতে অবহেলা করা যাবে না। এটা হল এক প্রকার জরুরি ইলম ।

২।জরুরি ইলমের আরেক প্রকার হল, যখন যে কাজ বা যে বিষয়ের সম্মুখীন হবে তখন তার শরয়ী বিধান জেনে নেওয়া। এটি তাৎক্ষণিক ফরয, এতে দেরি করার সুযোগ নেই। আগে ফরয ইলমের যে প্রকারের কথা বলা হয়েছে তা তো অল্প অল্প করে সময় নিয়ে শেখা যাবে। কিন্তু এটি নগদ দরকার তাই তা নগদই শিখতে হবে। দেরি করা যাবে না। উদাহরণত, একজন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে। ব্যবসার মধ্যে হালাল ও হারাম দুই-ই আছে । কিছু আছে সন্দেহযুক্ত— হালাল নাকি হারাম। ব্যবসা শুরু করার আগে জানতে হবে কোনটা হালাল, কোনটা হারাম। ব্যবসায় যুক্ত না হলেও সাধারণত প্রয়োজন পড়ে এমন হালাল-হারামের বিষয়গুলো জানা দরকার, যেন আমার আয়-রোজগারে হারামের মিশ্রণ না হয়। ব্যবসার কিছু বিষয় আছে ব্যবস্থাপনাগত। ব্যবস্থাপনাগত বিষয় অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে শেখা যেতে পারে, কিন্তু হারাম-হালালের বিষয়গুলো অভিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের কাছ থেকে শিখতে হবে। এটা হচ্ছে আরেক প্রকারের ফরযে আইন ইলম। মানে যা আমাকে এখনই জানতে হবে, নগদ জানতে হবে। দেরি করা যাবে না
।

আরেকটি উদাহরণ-একজন হজে যাওয়ার নিয়ত করেছে। তাকে হজের পদ্ধতি এখনই শিখতে হবে। এটা নগদ দরকার, দেরি করা যাবে না। হজের ইহরাম বেঁধে ফেলা হল, রওনাও হয়ে গেল, কিন্তু তার খবর নেই ইহরাম কাকে বলে। অনেকে মনে করে, সাদা দুটি কাপড় পরিধানের নামই ইহরাম। লোকে বলে ইহরাম বাঁধা। আর মনে করে কাপড় বাঁধাই হল ইহরাম বাঁধা। যেমন বলা হয় নামাযের নিয়ত বাঁধা। কী বাঁধে? হাত বাঁধে। আসলে 'নিয়ত বাঁধা' মানে 'নিয়ত করা'। কোনো কিছু দিয়ে বেঁধে ফেলা নয়। তো 'ইহরাম বাঁধার' মানে হল 'হজের ইহরাম করা' । কীভাবে তা করবে, আর এর কারণে নতুন কী কী বিধান আসবে, তা জানতে হবে। কিন্তু দেখা যায়, এগুলোর কিছুই অনেকের জানা থাকে না ।তো যে ইলম বর্তমানে প্রয়োজন, সেটা এখনই শিখতে হবে। ব্যক্তিভেদে প্রয়োজনেও ভিন্নতা হয়, একেক জনের একেক প্রয়োজন। যে ব্যবসায় নামবে তার ব্যবসা-সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েলের ইলম দরকার। যে হজে যাচ্ছে তার হজ সম্পর্কিত শরয়ী বিধানাবলির ইলম দরকার। এভাবে একেক জনের একেক বিষয়ের ইলম দরকার
।

একজন চাকরি নেবে, তার চাকরির মাসায়েল জানা প্রয়োজন। একজন চাকরিজীবী হিসেবে, একজন কর্মচারী বা কর্মকর্তা হিসেবে-সে যেই স্তরেরই হোক না কেন—তার ওপর তো কিছু দায়-দায়িত্ব আসে। কী কী দায়িত্ব আসে?যার যে পেশা সেই পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধান তাকে জানতে হবে ।

একজন সেলুন খুলেছে। এটা তার পেশা।এ সংশ্লিষ্ট সকল বিধান এই ব্যক্তিকে জানতে হবে। একজন দোকানদার কত পণ্য-সামগ্রী তার দোকানে রাখে। কোনটা দোকানে রাখা ও বিক্রি করা জায়েয, আর কোনটা জায়েয নয়—ইত্যাদি মাসআলা দোকানদারকে জানতে হবে ।

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপন করত: বান্দা তার ইহ ও পরকালের সফলতা অর্জন করে অনাবিল চিরসুখের ঠিকানা জান্নাতের অধিবাসী হতে পারা ।

দ্বীনের জরুরি ইলম অর্জনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল, হক-বাতিল ও হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য করতে পারা। ইমাম ফকীহ মাওসিলী(রহ) লিখেছেন-

فرض وهو مقدار ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض ومعرفة الحق من الباطل، والحلال من الحرام.

অর্থাৎ ইলমের ফরয পরিমাণ হল, এই পরিমাণ ইলম অর্জন করা, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার ফরয বিধানাবলি পালন করতে পারে, হক-বাতিলের মাঝে ফরক করতে পারে, হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। -আলইখতিয়ার লি-তা—লীল মুখতার

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব

দ্বীন সম্পর্কে জেনে সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করলেই একজন খাঁটি মুসলমান হওয়া যাবে। যারা এ দ্বীন সম্পর্কে জানে না, কোনো ধারণাও রাখে না এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না সে খাঁটি মুসলমান নয়। তাই ইসলামের প্রতিটি শাখায় অবাধ বিচরণ করা তার পক্ষে সম্ভবও নয়।

ইরশাদ হয়েছে,

عَنِ ابْنِ نَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِن سَوَانِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

হযরত ইবনে আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যার পেটে (অন্তরে) কুরআনের কোনো অংশ নেই সে বিরাণ ঘর (পরিত্যক্ত বাড়ি) সমতুল্য । অর্থাৎ ঘরের সৌন্দর্য ও আবাদী যেমন বসবাসকারীর দ্বারা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য ও আবাদী কুরআন দ্বারা হয়ে থাকে । (তিরমিযী শরীফ: ২য় খন্ড-১১৯ পৃষ্ঠা)

উল্লিখিত হাদীসসমূহে ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে । তাই নিজের জীবন দ্বীন মোতাবেক পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে, অবশ্যই অর্জন করতে হবে । ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয । সে ধনী হোক বা গরীব হোক, যুবক হোক-বৃদ্ধ হোক, শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, পুরুষ হোক-নারী হোক, ছোট হোক-বড় হোক প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয যে, তার দ্বীন মোতাবেক তার জীবনের প্রতিটি কাজ পরিচালনা করতে পারার মতো ইলম (জ্ঞান) অর্জন করবে । এটা তার ফরয দায়িত্ব ।

মুমিন হতে হলে ইলম জরুরী

অনেকের ধারণা, ইলমের বিষয়টি কেবল ফযীলতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ ইলম হাসিল করা ভালো এবং সওয়াবের কাজ আর না করা দোষণীয় নয় তবে ছাওয়াব ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর মাত্র। কিন্তু বিষয়টি মোটেও তা নয় । বরং একজন মানুষের প্রকৃত মুমিন হওয়া নির্ভর করে ইলম হাসিলের ওপর । কারণ কোনো ব্যক্তি ইলম হাসিল করা ছাড়া প্রকৃত মুমিনই হতে পারে না । কেননা মুমিন হওয়া নির্ভর করে দুটি বস্তুর ওপর । এক. সে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। দুই. শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা ছাড়া ইবাদত করবে না । আর এ দুটিই হচ্ছে তাওহীদের মর্মবাণী ।

প্রথমে সবাইকে ঈমান ও ইসলাম শিখতে হবে। ঈমান ও ইসলাম শেখার প্রথম স্তর হল জরুরি ইলম বা ফরয ইলম শেখা। ঈমান শেখা ও ইসলাম শেখার মানেই হল একজন মুমিনের ইসলামী জীবন অবলম্বনের জন্য যে পরিমাণ ইলম প্রয়োজন তা শিখতে হবে। একটা কথা আমরা বলি, ‘ঈমান শেখা' খুব দামি, কঠিন এবং গভীর কথা। ঈমান শিখতে হলেই আমাকে জরুরি ইলম শিখতে হবে। জরুরি ইলম ও ফরয ইলম শেখার ব্যবস্থা

না করে যতই ঈমান (কথা বলা হোক, ঈমান শেখা হবে না। জরুরি ইলম অর্জন এরপর তার প্রয়োগ ও অনুশীলন-এই উভয় ক্ষেত্রে মেহনত করা হলে ঈমান ও ইসলাম শেখা হবে ।

পূর্ণ ইসলাম মানতে হলে জরুরি ইলম অর্জন আবশ্যক

আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে ‘পরিপূর্ণরূপে' প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' -সূরা বাকারা (২) : ২০৮

পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে বিশ্বাস কর। পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে গ্রহণ কর। পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে মান। পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে গ্রহণ করতে ও মানতেই যদি অসুবিধা থাকে তাহলে তো ঈমান হল না।যদি এমন হয়, মন থেকে ইসলামকে গ্রহণ করেছে, বাস্তব জীবনে ইসলামকে মেনেও চলে, কিন্তু আমল করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায় । বিভিন্ন কারণে সব আমল করতে পারে না। কখনো গোনাহও হয়ে যায়। সেজন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে। তাহলে বোঝা গেল ঈমান আছে, কিন্তু আমলের ত্রুটি। আর যদি মন থেকে গ্রহণই না করে, বলে- নামায-রোযার কথা হুজুররা বলে, ঠিক আছে, তা না হয় মানলাম, এখন দেখি আমার সেলুনের ব্যাপারেও হুজুররা কথা বলা শুরু করেছে। এটাও নাকি হুজুরদের কাছ থেকে শিখতে হবে? এটা তো শিখতে হবে ভালো নাপিতের কাছ থেকে। হুজুরদের কাছে এটা শেখার কী ।

ভালো নাপিতের কাছ থেকে শিখতে হবে কীভাবে কাঁচি ধরতে হয়, কীভাবে তা চালাতে হয় ইত্যাদি। এগুলো নাপিতের কাছে যাওয়া ছাড়া শেখা যাবে না। এগুলো মুফতী সাহেবের কাছ থেকে শেখার বিষয়ও না। মুফতী সাহেবের কাছ থেকে যা শিখতে হবে, তা হল শরয়ী বিধিবিধান।

ইলম বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রথম উপহার:

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করার পর তাদেরকে বিভিন্ন রকমের নেয়ামত দান করেছেন । মানুষের প্রতি তাঁর করুণা ও দান এত বিস্তৃত ও সীমাহীন যে, কারো পক্ষে সে সব নেয়ামতের হিসাব করা সম্ভব নয় । কিন্তু কোনো কোনো নেয়ামত এত মূল্যবান যে, যা হাজার নেয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও ওই সব নেয়ামতের কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন । বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অমূল্য নেয়ামতরাজির অন্যতম হচ্ছে ইলম ।

ইলম শুধু মহা নেয়ামতই নয়; বরং বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রথম উপহার, যা তিনি বান্দা তথা মানুষ সৃষ্টি করার পর তাকে দান করেছিলেন । তিনি মানুষ সৃষ্টি করার আগে ফেরেশতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তারা নেতিবাচক পরামর্শ দেন । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর

জবাবে বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَئِكَةِ إِنِّي جَاعِل فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِلى أَعْلَمُ مَا
لا تَعْلَمُونَ

‘আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি', তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি । তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না ।(সূরা আল-বাকারা,আয়াত ৩০)

এরপর তিনি আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন । তাকে সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম ইলম শিক্ষা দেন এবং ইলমকেই ফেরেশতাদের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত করেন । যেমন পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ
هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ .

"আর তিনি আদমকে সব নামসমূহ শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতপর বললেন, 'তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' {সূরা আল-

বাকারা, আয়াত: ৩১ }

মোটকথা, আল্লাহ তখন মানুষ সৃষ্টিতে দ্বিমতকারী ফেরেশতাদের সামনে কিছু বিষয় পেশ করেন যার জবাব দিতে তারা ব্যর্থ হন এবং তখন আদম (আ.)-কে সেগুলোর জবাব দিতে বলেন। যেসব বিষয়ে ফেরেশতারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন সেগুলো আদম (আ.) প্রকাশ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আল্লাহ তা'আলা এভাবে ফেরেশতাদের সামনে ইলমের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন এবং ইলম গ্রহণকারী মানুষকে তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন । সুতরাং বুঝা গেল, নিষ্পাপ ফেরেশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো ইলম- আল্লাহ তা'আলা যা মানুষকে প্রথম উপহার হিসেবে দান করেছেন ।

ইলম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শুধু উপহারই নয়; বরং অসামান্য অনুগ্রহও বটে । তিনি কুরআনের বহু স্থানে বান্দার প্রতি তাঁর বিশেষ বিশেষ দান-অনুগ্রহের কথা বিশেষ

গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন । আর যে দান ও অনুগ্রহ সবিশেষ মূল্যবান সেটি হচ্ছে ইলম । ইরশাদ হয়েছে-

خَلَقَ الإنسنَ عَلَّمَهُ البَيان

“তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বয়ান শিক্ষা দিয়েছেন ।(সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৩-৪)

ইলম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে:

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ, কে ইলমের ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো । তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর এ বাণীর প্রতি লক্ষ্য করো নি? এতে তিনি ইলেম হাসিলের পর আমলের কথা বলেছেন এবং সাথে সাথে এর প্রয়োজনীয়তাও সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে ।

ইরশাদ হয়েছে:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ও মুমিন নারী- পুরুষদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য । আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (সুরা মুহাম্মাদ আয়াত ১৯)

এই আয়াতে আগে ইলম তথা জানার কথা বলা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে আমলের (ক্ষমা চাওয়ার) কথা।

অতএব কথা ও কর্মের আগে ইলম অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ ইলম ছাড়া কোনো আমল কবুল হওয়া তো দূরের কথা তা শুদ্ধ ও যথাযথ পরিগ্রহই লাভ করে না । সুতরাং আমাদের শিখতে হবে, শিখতে হবে প্রথমে তাওহীদ তথা আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদের ইলম । যাতে করে আল্লাহর পরিচয় লাভ হয়, আকীদা বা বিশ্বাস পরিশুদ্ধ হয়। নিজেকে চেনা যায় এবং কিভাবে নিজেকে বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করা যায় তাও জানা যায় ।সুতরাং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে এবং সেখানে তাওহীদের চির সুন্দর বীজ রোপন করতে ইলমের কোনো বিকল্প নেই ।

ইলম দৃষ্টির আলো:

ইলম হল এমন আলোকবর্তিকা যার বিকিরণে সত্য উদ্ভাসিত হয় মিথ্যার বিলোপ ঘটে । ইলম হল সেই দৃষ্টির আলো যা দিয়ে মানুষ বস্তুর হাকিকত ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে। তবে এ কিন্তু চোখের দৃষ্টি নয়,এ হলো অন্তরের দৃষ্টি । আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হতো এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পেত । বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয় । (সুরা হজ আয়াত : ৪৬)

উল্লিখিত আয়াতে যমীনে ভ্রমণ করার কথা বলে মূলত: ইলম অর্জনের কথা বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ ইলেমের পরশে একজন মাটির মানুষ এমন আলোকময় হয়ে উঠে যে, সত্য ও ন্যায়ের সকল পথ তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং সে নির্বিঘ্নে তাতে চলতে পারে ।

ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে:

কোনো বস্তুর সঠিক উপলব্ধির পরেই কেবল তার মর্যাদা ও আজমত হৃদয়ে আসন গাড়ে । আর এই উপলব্ধির ভিত্তি হল, তার সম্পর্কে জানা । সুতরাং আলেমরা যেহেতু আল্লাহ তাআ'লা সম্পর্কে অধিক জানেন সেহেতু তাদের অন্তরেই আল্লাহর মুহাব্বত অধিকতর গভীরভাবে প্রতিস্থাপিত হবে ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে (যথাযথ) ভয় করে । নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল । (সুরা ফাতির আয়াত : ২৮)

ইলমুল ওয়াহী মানুষকে বিনয়াবনত করে তোলে:

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে । আর তারা বলে, পবিত্র মহান আমাদের রব, আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে ।আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে ।(সুরা বনি ইসরাইল আয়াত: ১০৭-১০৯)

ইলম অমূল্য সম্পদঃ

ইলমের সমকক্ষ কেবল ইলমই । এটা সেই অদ্বিতীয় অমূল্য সম্পদ যার প্রবৃদ্ধির জন্য কেবল প্রার্থনা করার অনুমতিই দেয়া হয়নি বরং রীতিমত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । মহান আল্লাহ ইলম বৃদ্ধির জন্য দুআ করার তাকিদ দিতে গিয়ে বলেন, তুমি বল, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন ।(সুরা ত্বহা আয়াত :১১৪)

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, যদি ইলম থেকে উত্তম কিছু থাকত তবে আল্লাহ তাঁর নবী কে তা-ই বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে বলতেন। কিন্তু এ আয়াতে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন ।

ইলম হল উত্তম জিহাদ :

জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা । দ্বীনের হেফাজতের জন্য এ জিহাদের বিকল্প নেই । এটিই নবীর উত্তরাধীকারী নেতৃবৃন্দের জিহাদ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটির মর্যাদা মোটেও কম নয়। আর এই জিহাদের গুরুত্বরোপ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতাম । সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম(জিহাদ) কর । (সুরা আল ফুরকান আয়াত:৫১-৫২)

হযরত ইবনুল কাইয়্যুম রহ. বলেন, এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ। জিহাদের প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এটিই বড়। এটাকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও বলা হয়। কারণ মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো না, তারা দৃশ্যত মুসলিমদের সঙ্গেই থাকত । এমনকি কখনো তারা মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হতো । এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হোন; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল । (সুরা আত তাহরীম, আয়াত: ০৯)

বলা বাহুল্য মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কুরআন ও প্রমাণের মাধ্যমে । সুতরাং এই জিহাদের মূল হাতিয়ার হল ইলম। এ জন্যেই তো ইলেম অন্বেষণকারী ও মুজাহিদকে এক কাতারে রাখা হয় এবং উভয়কে বলা হয় আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ । যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من جاء
مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل
الله . ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ (ইলম) শেখার বা শেখানোর অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায়

মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী । আর যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে । (ইবনে মাজা. হাদিস নং ২২৭)

ইলম ঈর্ষণীয় বস্তু :

আল্লাহ তা'আলা কেবল দুটি বিষয়ে পরস্পর ঈর্ষা পোষণ বৈধ রেখেছেন: সম্পদ ব্যয় এবং ইলম।যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قال سمعت عبد الله بن مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها،

কেবল দুই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করার অনুমতি রয়েছে: ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন। আর ঐ ব্যক্তি যাকে হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন ফলে তা দিয়ে সে বিচার করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয় । (সহীহুল বখারী তাঃ নং ৭৩)

ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশিঃ

ইবাদতের চেয়ে ইলেমের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ ইবাদত ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হয় ইলমের মাধ্যমেই । আর তাছাড়া ইলমের কারনেই আল্লাহর মারেফাত লাভ হয় ফলে আমল করার পথ মসৃন ও সহজ হয়ে যায়।এ জন্যেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة

যে ব্যক্তি ইলম অর্জনে কোনো রাস্তা অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেয় । (মুসনাদে আহমাদ হা নং ৮২৯৯)

সুতরাং কারো ইলেম অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার অর্থই হল জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হওয়া ।

ইলম মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ:

ইলমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন হল আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নবী ও রাসুলবর্গকে দেয়া ইলমকে আপন দান ও অনুগ্রহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । এ থেকেই এ দানের মাহাত্ম্য সহজেই অনুমেয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আপন অনুগ্রহ ও দানের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكَ عَظِيمًا

আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার উপর আল্লাহর মহান অনুগ্রহ রয়েছে । (সুরা আন নিসা আয়াত ১১৩)

হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়া সাল্লামের উপর প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনিত হলো আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি । (সুরা ইউসুফ আয়াত: ২২)

হযরত মুসা আলাইহিস ওয়া সাল্লামের প্রতি অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

আর মুসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি ।(সুরা আল কাসাস আয়াত: ১৪)

ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل

হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার উপর ও তোমার মাতার উপর আমার নিআমত স্মরণ করো, যখন আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দিয়ে । তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে । আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিকমাত, তাওরাত ও ইনজিল । (সুরা আল মায়িদা আয়াত : ১১০)

ইলমের কারণে আমলকারীর প্রতিদান বাড়ে:

ইলমের দ্বারা মুমিনের প্রতিদান বড় হয় । তার নিয়ত হয় পরিশুদ্ধ। ফলে সে নিজ আমল করতে পারে সুন্দর উপায়ে, পছন্দনীয় পদ্ধতিতে। মানুষ ইলমের চেয়ে মালের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, অথচ মালের চেয়ে ইলমের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা কত বেশি । এক এক মানুষের এক এক ধরনের অভিরুচি। কেউ মাল উপার্জন করাকেই জীবনের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে কেউবা আবার ধন সম্পদের মুহাব্বত হৃদয় থেকে মুছে ফেলে সেখানে ইলেমের মুহাব্বত প্রতিস্থাপন করেছেন । এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি

ওয়া সাল্লাম মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন । এদের মধ্যে দুই দল হবে নাজাতপ্রাপ্ত তারা হলেন যারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত।

যেমন কাবশা আনসারী রাঃ থেকে বর্ণিত,

حدثني كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسئلة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرها سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقى في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শোনেন, তিন শ্রেণির লোকদের ব্যাপারে আমি কসম করছি এবং তোমাদের কাছে একটি হাদিস বলছি, তোমরা তা সংরক্ষণ করো, তিনি বলেন, দান সদকায় কারো সম্পদ কমে না ।কোনো ব্যক্তির উপর অত্যাচার করা হলে সে যদি তাতে ধৈর্য্যধারণ করে আল্লাহ তাআ'লা তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। কোনো বান্দা মানুষের কাছে চাওয়ার দরজা খুললে আল্লাহ তার অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন । রাবী বলেন, এ কথা বা অনুরূপ বাক্য বলেছেন । আর আমি তোমাদের কাছে একটি হাদিস বলব,তোমরা তা সংরক্ষণ করবে । তিনি বলেন, দুনিয়া চার প্রকার লোকের জন্য; (১) সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ মাল ও জ্ঞান দান করেছেন। ফলে এতে সে তার প্রভূকে ভয় করছে এবং তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখছে আর তার ব্যাপারে আল্লাহর হক জানছে, এ হলো সর্বোত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ।

২/ সেই বান্দা যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু মাল দেননি। সে হলো সঠিক নিয়তের লোক । সে বলে আমার যদি টাকা পয়সা থাকতো তাহলে অমুক ব্যক্তির মত কাজ করতাম । সে তার নিয়ত অনুযা সওয়াব পাবে । এদের দুজনের নেকী হবে সমান ।

৩/ আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ টাকা পয়সা দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান। দান করেন নি। সে না জেনেই টাকা পয়সা খরচ করছে। এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না । আত্মীয়তা রক্ষা করে না এবং এতে আল্লাহর হকও সে জানে না । সে হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে।

৪/ আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ মালও দেননি, জ্ঞানও দেননি . সে বলে, আমার টাকা পয়সা থাকলে অমুকের মতই খারাপ কাজ করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে । এরা দুজনেই গুনাহর দিক থেকে সমান । (তিরমিযি, হাঃ নং: ২৩২৫)

হাদীসটিতে মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃত ইলেমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, প্রকৃত ইলম হল যা মানুষের সামনে বস্তুর স্বরূপ উদ্ভাসিত করে । সুতরাং ধন সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি যদি ইলমের শোভায় অলংকৃত না হয় তবে সে সম্পদের অপব্যবহার করবে । কুপ্রবৃত্তির লালসা পূরণে অকাতরে ধন ভাণ্ডার বিলিয়ে দেবে। আল্লাহ প্রদত্ব এ নেয়ামতের শুকরিয়া সে করবে না এটাই স্বাভাবিক । এ কারণে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়েছে । পক্ষান্তরে একজন আলেমে দ্বীন প্রকৃত সম্পদের মূল্য অনুধাবন করতে পারেন, তার সঠিক ব্যায়খাতও সহজেই নিরূপন করতে পারেন । ফলে তাঁর ইলমের বদৌলতে তিনি মহৎ নিয়ত করতে পারেন । এমনকি সম্পদ না থাকলেও সঠিক নিয়ত করে অর্জন করতে পারেন সর্বোত্তম মর্যাদা ।

কুরআনের ইলম আলোকবিচ্ছুরণকারী নূরঃ

وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰب فَصَّلْنَٰهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

আর আমি তো তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি জেনেশুনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তা হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ এমন জাতির জন্য, যারা ঈমান রাখে । {সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত: ৫২)

আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ আমিন শানকির্তী
(রহ.) বলেন,

إلى أرضه

ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار والرشد من الغي

সন্দেহ নেই যে, এই কুরআনই হচ্ছে সেই নূর, যা আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আলোকময় করতে অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সেই আলোর সাহায্যে হক ও বাতিল এবং ভালো ও মন্দ পার্থক্য করা যায় । ক্ষতি ও উপকারী বস্তু চেনা যায় । ভ্রান্তি থেকে সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায় ।'

ইলমকে আল্লাহ মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ লেবাস বলে অভিহিত করেছেন । যথা-

يَٰبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى
ذَٰلِكَ خَيْر ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ .

হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ । আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম । এগুলো

আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে ।' {সূরা আল-'আরাফ, আয়াত: ২৬}

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে লিবাস দ্বারা ইলম, রী-শা দ্বারা ইয়াকিন এবং লিবাসুত তাকওয়া দ্বারা লজ্জাশীলতা উদ্দেশ্য ।

এসব আয়াত ছাড়াও আরো বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইলম ও

ইলমের বাহকদের প্রশংসা করেছেন । সেই সঙ্গে মূর্খতা ও ইলমহীনতার নিন্দাও করেছেন কুরআনের বহু জায়গায় ।

ইলমের মজলিসই প্রকৃত সম্পদের মজলিসঃ

দুনিয়ার মানুষ চোখে মোটা চশমার ফ্রেম পরায় দেখতে পায় না কোনটা মূল্যবান সম্পদ আর কোনটা মূল্যহীন এবং নগণ্য সম্পদ।

এ কারণেই পার্থিব জগতের সাফল্যকে বড় করে দেখে এবং আখিরাতের অফুরন্ত সম্পদ ও নেয়ামত বেমালুম ভুলে যায় । অথচ অফুরন্ত নিয়ামত মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আখিরাতের সম্পদ। আর আখিরাতের নিয়ামত ও মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে ইলম। একারণেই ইলমের মজলিসকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের মজলিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে হাদীছের কিতাবে । যেমন:

جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى أهل السوق و هم يتبايعون ويتشارون ،
فقال أنتم هاهنا و ميراث النبي صلى الله عليه و سلم يُقسم في المسجد فتركوا بضائعهم و ذهبوا يتراكضون إلى المسجد ، فدخلوا و ما وجدوا إلا حلقةً هنا تعلم التفسير ، وأخرى تعلّم الحديث ، فرجعوا و قالوا: يا أبا هريرة غفر الله

رأينا قوما يعلمون القرآن و قوماً يعلمون التفسير وقوماً يعلمون الحديث !

قال: و هل ميراثُ رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا هذا؟

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বাজারে গেলেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা এখনো এখানে? অথচ মসজিদে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাছ বণ্টন হচ্ছে! তার কথায় লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদ পানে ছুটে গেলেন । কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে দেখলেন কোথাও তাফসীরের মজলিস হচ্ছে, কোথাও হাদীছের দরস হচ্ছে । ফলে তারা মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সঙ্গে দেখা হলে বললেন, আবূ হুরায়রা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। আমরা তো আপনার কথার সত্যতা দেখতে পেলাম না!

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তবে তোমরা সেখানে কী দেখেছ? তারা বললেন, আমরা একদল লোককে কুরআনের, আরেকদলকে হাদীছের দরসে লিপ্ত

দেখলাম। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের
মীরাছ ।'

পৃথিবীর একটি বস্তুর চাহিদার সমাপ্তি নেইঃ

পৃথিবীর সব বস্তুর চাহিদা ও বাসনা একটা পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে। যায়। আকর্ষণ ও আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু ইলম এমন বস্তু যার আকর্ষণ ও চাহিদা কখনও নিঃশেষ হয় না । কাতাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

لو كان أحد يكتفي من العلم بشئ لاكتفي موسى عليہ السلام ولكنه قال
للخضر عليه السلام : (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

যদি ইলমের চাহিদা শেষ হতো তবে (সর্বপ্রথম) মূসা (আ.)-এর চাহিদা শেষ হতো । কিন্তু তিনি খিজির (আ.)-কে বললেন, আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি, যাতে আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দেন?'

ইলমের এই সীমাহীন মর্যাদা, ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রতিযোগিতার বিষয় বানিয়েছিলেন ইলম। আজ আমরা যেমন পার্থিব বস্তুসামগ্রী হাসিল করতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করি তারা সেরূপ করতেন না । কে কত বেশি আমল ও ইলম হাসিল করতে পারেন তারা সেই প্রতিযোগিতাই করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ গ্রহণের আদেশ করেছেন । আমাদেরও উচিত তাদের আদর্শ গ্রহণ করে ইলমের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া।

ইলম মানসিক প্রশান্তির কারণঃ

পূর্বসূরীগণ বলেন,

إن السرور والانشراح يأتي مع العلم ، لأن العلم عثور على الغامض. وحصول على الضالة واكتشاف للمستور والنفس مولعة بمعرفة الجديد
والاطلاع على المستطرف. أما الجهل فهو ملل وحزن ، لأنه حياة لا جديد ولا طريف ، و لا مستعذب ، أمس كاليوم، واليوم كالغد. فإن كنت تريد السعادة فاطلب العلم وحصل الفوائد لتذهب عنك الغموم والهموم

আনন্দ ও মনের প্রফুল্লতা অর্জিত হয় ইলমের মাধ্যমে। কেননা ইলম অস্পষ্টতার পর্দা উন্মোচন করে, হৃতগৌরব উদ্ধার করে, অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান উদ্ভাসিত করে এবং সাফল্যের নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে । আর মানুষের আত্মা এসব বস্তু দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে । পক্ষান্তরে মূর্খতা হচ্ছে লাঞ্ছনার নাম । মূর্খ এমন জীব যার প্রাণ নেই । চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক কিছু নেই। তার জীবনের গতকাল এবং আজ সমান। আর আগামীকাল ব্যর্থতার গ্লানিতে কর্দমাক্ত ।

ইলমের প্রতিদান চিরন্তনঃ

একজন আলেমের প্রচার-প্রসারকৃত ইলম কেয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় যুক্ত হওয়ার কথা এই হাদীসে প্রকাশ করা হয়েছে । যেমন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُّ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ
صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মৃত্যুর পর মুমিনের সঙ্গে যেসব আমল যুক্ত হবে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে ইলম, যা সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং যার প্রচার-প্রসার করেছে; পুণ্যবান সন্তান যে রেখে গিয়েছে সে; কুরআন যার সে উত্তরাধিকারী বানিয়েছে; মসজিদ যা সে বানিয়েছে; মুসাফিরদের আশ্রয়কেন্দ্র যা সে নির্মাণ করেছে; নদী- নালা যা সে খনন করেছে এবং সাদাকা যা সে নিজ জীবদ্দশায় ও সুস্থতাকালে আপন সম্পদ থেকে দান করেছে- এসব তার মৃত্যুর পর তার সঙ্গে যুক্ত হবে ।' [ইবন মাজাহ্: ২৪২; সহীহ ইবন খুযাইমা: ২৪৯০,

তালিবে ইলমের মর্যাদাঃ

মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর এক হাদীসে ইলমের একটি সর্বাঙ্গীন চিত্র ও ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে । তিনি বলেন,

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةً وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحُ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْأُنْسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالسَّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةٌ وَأَيْتَةً يُقْتَصُ آثَارُهُمْ ، وَيُقْتَدَى بِأَفْعَالِهِمْ وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ ، تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خُلَّتِهِمْ وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ. وَحِيتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُهُ وَسِبَاعُ الْبَةِ وَأَنْعَامُهُ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَمَصَابِيحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الْقِيَامَ وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامَ بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ ، وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ ، وَهُوَ إِمَامُ الْعَمَلُ تَابِعُهُ يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ» ، هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ مَرْفُوعًا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ حَدِيث حَسَن جدا وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادُ قَوِيٌّ

'তোমরা ইলম শিক্ষা করো, কেননা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ইলম তলব করা আল্লাহভীতি এবং ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইলমের আলোচনা করা তাসবীহ এবং বাহাছ করা জিহাদের মতো। অজ্ঞকে শিক্ষা দেওয়া দান-সদকার মতো । যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করা নৈকট্য লাভের মাধ্যম । কেননা ইলম হচ্ছে হালাল-হারামের মাপকাঠি । জান্নাতীদের পথের আলো। ইলম একাকিত্বের সঙ্গী, নিঃসঙ্গতার বন্ধু,নির্জনতায় গল্পের

সঙ্গী। সুখ-দুঃখের দাগন। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র, বন্ধু- বান্ধবদের সামনে অলঙ্কার। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে একদল লোককে সম্মানিত করেন, ফলে তারা সমাজের নেতৃত্ব লাভ করে। তারা পথপ্রদর্শক হয়, যেই পথ অনুসরণ করে সাধারণ মানুষ পথ চলে। ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের আলোচনা করা হয় এবং ফেরেশতাগণ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাদের পায়ের নিচে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন ।

জীব-জড় এবং জলভাগ-স্থলভাগ সবশ্রেণীর মাখলুক ইলমওয়ালার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করেন । এমনকি সমুদ্রের মাছ এবং ভূমির কীটপতঙ্গ ও হিংস জন্তু-দানব পর্যন্ত! কেননা ইলম হচ্ছে মূর্খতা থেকে জীবন সঞ্চারণকারী । গভীর অন্ধকারের প্রখর উজ্জ্বল বাতি । ইলম বান্দাকে দুনিয়া-আখেরাতে মর্যাদার উচ্চ আসনে নিয়ে যায় । ইলমী বিষয়ে ফিকির করা সাওম পালনের মতো। ইলমের দরস দেওয়া রাত্রি জাগরণ করে সালাত আদায় করার মতো । ইলমের দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয় । এর দ্বারাই হালাল-হারামের সুস্পষ্ট জ্ঞান হাসিল হয়। ইলম হচ্ছে ইমাম এবং আমল হলো তার মুক্তাদী। ভাগ্যবানরা ইলম লাভে ধন্য হয় আর হতভাগ্যরা এ থেকে বঞ্চিত হয়।' [ইবন আবদুল বার (রহ.), জামে বয়ানুল ইলম, হাঃ নং ২৬৪)

ইলমের মূল্যঃ

ইকরামা (রহ.) বলতেন,

إن لهذا العلم ثمنا قيل وما هو قال أن تضعه فيمن يحسن حمله ولا يضيعه

এই ইলমের একটি মূল্য আছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কী সেই মূল্য ? তিনি বললেন, এর মূল্য হচ্ছে সে ব্যক্তিকে ইলম দেওয়া যে এর সঙ্গে সদাচার করে এবং একে বরবাদ করে না ।'

বাতিলশক্তি খতম করতে ইলমী শক্তির প্রয়োজনঃ

আল্লামা ইবন তাইমিয়া (রহ.) বলেন, বাতিল ও অপশক্তি বাহ্যিকভাবে প্রবল হলেও সহীহ ও ইলমে নাফের মোকাবেলায় তা নিতান্তই নগণ্য ।

আল্লাহ তা'আলা ইলমের মধ্যে এমন এক শক্তি নিহিত রেখেছেন যার দ্বারা বাতিল শক্তিকে পরাভূত করা খুব সহজ । এমনকি বাহ্যিকদৃষ্টিতে বাতিলের শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যা বেশি অনুমিত হলেও। যেমন, মূসা (আ.)-এর ঘটনায় দেখা যায়, ফিরাউনের ভাড়া করা জাদুকর সংখ্যায় ছিল অনেক । কিন্তু নবুওয়াতী ও ইলমী শক্তির কাছে তারা খুবই দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়। এই সংখ্যা ইলমী শক্তিকে নিঃশেষ করতে চাইলে নিজেই নিঃশেষ হয়ে যায়! বাতিলশক্তি তাদের শক্তি প্রদর্শন করে অসংখ্য সাপ-বিচ্ছুর মহড়া

দেখায় । কিন্তু মূসা (আ.)-এর ইলমী ও নবুওয়াতী শক্তির এক ঝলকে তা ধ্বংস ও মিসমার হয়ে যায় । ইলমী শক্তি সর্বযুগেই বাতিলের কণ্ঠরোধ করে সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেছে। ভারত বর্ষের ইতিহাসও এমন অনেক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে আছে । পাঠক সমীপে তন্মোধ্য থেকে একটি ঘটনা তুলে ধরছি ।

ভারত বর্ষে স্বাধীনতার সূর্য যখন অস্তগামী । বিদেশী বেনিয়াদের আগ্রাসনের শিকার যখন এদেশের মানুষ । আগ্রাসী শক্তির তৎপরতা প্রতিরোধে কিংকর্তব্যবিমুড় যখন এদেশের আপামর জনসাধারণ । ভারতের অবস্থা যখন ধ্বংসের শেষ সীমানায় দণ্ডায়মান। নামে মুসলিম রাজত্ব থাকলেও মুসলিম শাসনের প্রাণ বলতে কিছুই ছিলনা । মুসলিম সম্রাট ছিল বটে কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছু করার অধিকার ছিল না । আস্তে আস্তে ইংরেজদের শাসনের শোষণে পিষ্ঠ হতে লাগলো ।

নির্যাতন ও নিপীড়নের অবিনাশী ধাক্কায় ধুকে ধুকে মৃত্যুর প্রহর গুনছিল পদ্মা যমুনা, গঙ্গা বিধৌত এ অঞ্চলটি ।

উপমহাদেশের সূর্য সন্তান শাহ আব্দুল আজীজ যখন এ পরিস্থিতি অবলোকন করলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, দেশ সম্পূর্ণ ইংরেজ সম্রাজ্যবাদীদের করতলগত । তাই তিনি ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন; ভারত এখন দারুল হরব (শত্রু কবলিত এলাকা) সুতরাং প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হল,একে স্বাধীন করা । দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এ ফতুয়া। জ্বলে উঠল স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ের বহ্নিশিখা । সেই চেতনার ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬খ্রিষ্ট্রাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দ। যার সূর্য সন্তানেরা জীবন বাজী রেখে সর্বব্যাপীয় গণজাগরণে আত্মনিয়োগ করে। ক্রমান্বয়ে সঞ্জীবিত হয় স্বাধীনতার চেতনা, স্বাধীনতা আন্দোলন । ইংরেজ খেদাও আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের কণ্টকময় পথ মাড়িয়ে আবার উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। সরে যেতে তাকে ইংরেজ সম্রাজ্যবাদীরা । এদেশের মানুষ ফিরে পায় তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পায় তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা স্বাধীনতার পিছনে যে শক্তি কাজ করছিল তা হলো শাহ সাহেবের ঐতিহাসিক ফতুয়া।এভাবেই রচিত হয়েছে ইতিহাস । যখনই কোনো বাতিলশক্তি ইলম ও আলেমদের পথচলায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তখনই তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। আজ তারা ইতিহাসের নিকৃষ্ট উপমা! ইলম ও আলেমদের চলার পথ কেউ কখনও বন্ধ করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ । এটাই আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ।

মালের সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী পক্ষান্তরে ইলমের সৌভাগ্য চিরস্থায়ীঃ

আলেমের কদর ও সম্মান তার ব্যক্তিসত্তায় নিহিত । পক্ষান্তরে ধনীর সম্মান তার মালের মধ্যে নিহিত। ধনী ব্যক্তি তার সম্পদের মাধ্যমে মানুষকে দুনিয়ার দিকে আহ্বান করে । পক্ষান্তরে আলেম ইলমের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করে আখেরাতের দিকে।

ইলমের দাবী করাও গৌরবের বিষয়ঃ

মানুষ সাধারণত ঐ সব বস্তুর দাবি করা এবং তা নিজের মধ্যে থাকাকে গৌরবের মনে করে যা অমূল্য ও সর্বজন প্রশংসনীয় । এই হিসেবে ইলম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু । একারণেই দুনিয়ার কেউই ‘নিজে জাহেল একথা স্বীকার করতে চায় না এবং কেউ তাকে জাহেল বলুক তাও পছন্দ করে না। কেউ তাকে ‘জাননেওয়ালা’ কিংবা ‘ইলমওয়ালা' বললে খুশি

হয় । আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه

ইলমের মর্যাদা বুলন্দ হওয়ার জন্য এটাই বড় আলামত, যে কেউ ইলম রাখে না সেও ইলমের সঙ্গে সম্বোধিত হলে খুশি হয় । আর মূর্খতার নীচতার প্রমাণ এই, যার মধ্যে এই মূর্খতা আছে সেও এ থেকে পানাহ চায় এবং মূর্খতার নামে সম্পৃক্ত হওয়া অপছন্দ করে।'

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অভিব্যক্তি

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه

একজন আলেম রোজাদার, তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রি জাগরণকারী এবং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের চেয়ে উত্তম । যখন একজন আলেম মারা যান তখন ইসলামের গায়ে একটি ছিদ্র ও দাগ পড়ে । যা অপরজন তার স্থান পূরণ না করার আগ পর্যন্ত ভরাট হয় না ।'

তিনি আরো বলেন,

العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس البال العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله ، مات خزان المال وهم أحياء

ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম । কেননা ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর তুমি পাহারা দাও সম্পদকে । আলেম ব্যক্তির জীবনে ইলম নিয়ে আসে মানুষের আনুগত্য, আর মৃত্যুর পর তাকে সবাই উত্তমভাবে স্মরণ করে । আর মালের মালিক মারা গেলে মালও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। বরং, মালের মালিকরা জীবিত হলেও মৃত থেকে যায় ।'

আলেমের মর্যাদা

কুরআন-সুন্নাহ'র জ্ঞানের যেমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে অন্যসব জ্ঞানের উপর, ঠিক তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এ ইলমের ধারক-বাহকদের অন্যদের উপর । আল্লাহর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ইনসান-মানুষ । আর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো মুমিনগণ । আর মুমিনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো তারা, যারা কুরআন-সুন্নাহ'র জ্ঞানের অধিকারী ।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

অর্থ: হযরত উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় ।(বুখারী শরীফ হা নং ৫০২৭)

ইলমের ধারক-বাহক ওলামায়ে কেরাম, তুলাবায়ে ইযামের সম্মান কত বেশি যে, নূরের তৈরী ফিরিশতারা পর্যন্ত এদের সম্মানে তাদের পায়ের নিচে নিজেদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেয় এবং আসমান জমিনের প্রতিটি মাখলুক এমনকি গর্তের পিপিলিকা ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের দুআ করতে থাকে । সুবাহানাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ

অর্থ: নিশ্চয়ই ফিরিশতাগণ তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে । আর আলেমের জন্য আসমান ও জমিনের যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। এমনকি পানির মধ্যস্থ মৎসকুলও । (সুনানে তিরমিযি:হা নং ২৬৮২)

অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন এবং তার ফিরিশতাগণ ও আসমান-জমিনে বাসিন্দাগণ এমনকি গর্তের পিপিলিকাসমূহ এবং সমূদ্রের মৎসসমূহ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দুআ করে । (মেশকাত: পৃ:৩৪ হাদীস নং:-২১৩)

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে ইলমের ধারক বাহক ওলামায়ে কেরাম ও তুলাবায়ে ইযামের মর্যাদা কত বেশি। আর তা হয়েছে ইলমের কারণে । তাহলে ইলমের মর্যাদা কত অধিক তা সহজেই অনুমেয় ।

ইলমের মর্যাদার রেশ ধরেই ইলমের ধারক বাহকদের মর্যাদা বেড়ে গেছে । যেমন কুরআন শরীফের মর্যাদা অনেক, একেবারে দিগন্ত প্রসারী । সমস্ত আসমানী কিতাব এমনকি শ্রেষ্ঠ চারখানা কিতাব তথা তাওরাত, যাবুর, ইনজিল, কুরআন এর মধ্যেও কুরআনের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি । কুরআনের মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণে যার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার মর্যাদাও অন্য সবার চেয়ে বেশি। কুরআন যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে সে মাসের মর্যাদা অন্যসব মাসের চেয়ে বেশি । যে রাতে অবতীর্ণ হয়েছে তার মর্যাদা অন্যান্য রাতের চেয়ে বেশি। কুরআনের মর্যাদা বেশী হওয়ার কারণে এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, মাস ও রজনীর মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে । ঠিক তেমনি ইলমের মর্যাদার কারণে ইলমের ধারক-বাহকদের মর্যাদা অন্য সবার চেয়ে বেশি । শুধু তাই নয় বরং নবীদের পরেই হলো এদের স্থান ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

অর্থ: তিন শ্রেণীর মানুষ কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে (সুপারিশ করে জাহান্নামীদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে)

এক. আম্বিয়াগণ

দুই. ওলামাগণ

তিন. শহীদগণ ।

সর্বাগ্রে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ সুপারিশ করে বেহিসাব জাহান্নামীকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এরপর সুপারিশ করবে উম্মতের উলামায়ে কেরামগণ এবং অগনিত জাহান্নাম অবধারিত বনি আদমকে জান্নাতে নিয়ে যাবে । এর পর শহীদগণের পালা । এ হাদীসে উলামায়ে কেরামকে সুপারিশের ক্ষেত্রে শহীদের চেয়েও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা তারতীব বুঝায় । নবীর মর্যাদা বেশি তাই সে সর্বপ্রথম সুপারিশ করবে। তারপর ওলামায়ে কেরাম তথা নায়েবে নবীর মর্যাদা তাই সে সুপারিশ করবে। তারপর শহীদের মর্যাদা তাই সে ওলামাদের পর সুপারিশ করবে ।

উলামায়ে কেরামদের মর্যাদা শহীদের চেয়েও বেশি

শরীআতের পরিভাষায় শহীদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে নিজের জান- মাল সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে । কুরআন ও হাদীসে শহীদের অনেক বৈশিষ্ট্য-মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে । তাকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে যা দুনিয়ার কোন মানুষকে দেয়া হয় নি । এমনকি নবীদেরকে পর্যন্ত দেয়া হয় নি ।

এক. শহীদের মৃত্যুতে কোন কষ্ট হয় না ।

দুই. শহীদ সত্যবরণ করার সাথে সাথে জান্নাতে চলে যায় ।

তিন. শহীদ মরার পরেও বার বার দুনিয়াতে আসতে চায়। শহীদ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কেহ কষ্টহীনভাবে মরে না এবং মরার সাথে সাথে জান্নাতে যায় না এবং মরার পরে দুনিয়াতে আসতে চায়না। হ্যাঁ সার্বিক দিক বিবেচনায় শহীদের চেয়ে নবীদের মর্যাদা অনেক অনেক বেশি । তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তাদের সাথে অন্যদের কোন তুলনা-ই হয় না ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেন :-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأَحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا إِنَّا أَحْيَاء فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا

نهُمْ عَنكُمْ.

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. তার সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ (মুসলিম হিসেবে) যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহগুলোকে জান্নাতের এক প্রকার সবুজ পাখির অভ্যন্তরে স্থাপন করেন । পাখিগুলো জান্নাতের

নহরের কুলে উড়ে গিয়ে বসে, জান্নাতের ফল ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত স্বর্ণের ঝাড় বাতিতে গিয়ে বসে । যখন তারা এরূপ সুমিষ্ট পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য ও আরামদায়ক মনোরম শয্যা লাভ করবে, তখন তারা বলে আহ! কে আমাদের দুনিয়ার অবস্থানরত ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট সংবাদ পৌঁছে দিবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত অবস্থায় পরমানন্দে আছি । যাতে তারা জান্নাত লাভে অনীহা প্রকাশ না করে এবং জিহাদের ময়দানে পশ্চাদপদ না করে। (আবু দাউদ, ফাতহুল কাবীর: ৩ খণ্ড-পৃষ্ঠা নং২৯)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) এর পিতা জিহাদে যোগদান করে শাহাদত লাভে ধন্য হন। অতপর জাবের (রা.) এসে প্রিয় নবী

সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে বললেন,

রাসূল!

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আব্বা শাহাদত বরণ করেছে, এখন তার অবস্থা কি ? প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার আব্বার অবস্থা হল আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করেছেন তোমার মন কি চায়? তোমার আব্বা বলল, হে আল্লাহ, আমার মন চাচ্ছে আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো হোক । শহীদের মর্যাদা ও স্বাদ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেই । আল্লাহ বললেন,

قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

আমার এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে যে, মৃত্যুবরণকারীরা দুনিয়াতে ফিরে যাবে না ।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَن أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ قَالَ يَقُولُهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ .

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কসম ঐ সত্ত্বার, যার হাতে আমার জান । আমার মন চায় আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হই এরপর জীবিত করা হোক । এরপর আবার শহীদ হই আবার জীবিত করা হোক । এরপর আবার শহীদ হই আবার জীবিত করা হোক আবার শহীদ হই । (মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ নং ৯৫৩২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্ত্বেও জিহাদী মরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন । তিনি তো শুধু নবী রাসূল নন বরং নবী রাসূলদের সর্দার। এর পরেও তিনি শহীদী মরণের আকাঙ্ক্ষা করতেন এতেই বুঝা যায় শহীদের মর্যাদা

কত বেশি। একজন শহীদের মর্যাদা যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার কারণে এত বেশি হয় যে, তার মরণে কোন কষ্ট হবে না, সে মরার সাথে সাথে জান্নাতে চলে যাবে, স্বয়ং আল্লাহ তার সাথে কথা বলবে । তাহলে একজন আলেম যার মর্যাদা শহীদের চেয়েও বেশি তার মর্যাদা কি পরিমাণ হবে চিন্তা করা যায়!

এজন্যই হাফেজুল হাদীস হাফেজ আল্লামা ইবনে আব্দুল বার আনদালুসী (রহ.) তার তৈরি নামক মুস্তাকেল বাব কায়েম করেছেন,

তিনি ওলামায়ে কেরাম ও তুলাবায়ে ইমামের মান ও মর্যাদা বর্ণনা করেন- শহীদের মর্যাদা অনেক বেশি কিন্তু আলেমের মর্যাদা তার চেয়েও বেশি।

এই আলেম ওলামা ও তুলাবাদের প্রশংসা করে আল্লাহ পাক নিম্নে

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই কেবল তাঁকে (যথার্থ) ভয় করে নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল । (সূরা ফাতির: আয়াত নং-২৮)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ মর্যাদা উঁচু করে দেন । আল্লাহ্ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।

মুজাদালাহ: আয়াত নং-**১১**)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِمَا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের ভয় রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না;) বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তার কি সমান হতে পারে? (না) (বরং আলেম-জ্ঞানীদের মর্যাদা অজ্ঞদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে । চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান । (সূরা যুমার আয়াত নং-৯)

আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) হতে দুই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যাদের একজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন যে ফরজগুলো আদায় করে ইলম অন্বেষণে লিপ্ত হয়ে যায়, নফলের বেশি পাবন্দী করে না । অপরজন আবেদ, যে ইলম অন্বেষণে লিপ্ত না বরং ফরজ আদায় করে বেশি বেশি নফল ইবাদত করে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা

করা হলো এদের মধ্যে কে উত্তম ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম আলেমের পক্ষ নিয়ে বললেন,

فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم

অর্থ: “তোমাদের নিম্নতম ব্যক্তির তুলনায় আমার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, (বে- ইলম) আবিদের তুলনায় (খাঁটি ও আল্লাহভীরু) আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমন । (তিরমিযি হাঃনং২৬৮৫)

উল্লিখিত আলোচনা থেকে একথা পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, ওলামায়ে কেরাম, তুলাবায়ে দ্বীন ও মিল্লাত যাদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা নেই বটে কিন্তু তাদের মর্যাদা পৃথিবীর রাজা বাদশাহদের চেয়েও বেশী ।

আলেমরাই বিশ্বস্থ :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন,

شَهِدَ
عهد اللَّهُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আর ফেরেশতার ও আলেমরা । তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত । তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরামক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । (সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৮)

এ থেকে জানা গেল, আলেমরা হলেন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্ব যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় সমাবেশ তথা হাশরের মার্চ সাক্ষী বানাবেন ।

আলেমদের মর্যাদা দুনিয়াতে যেমন বৃদ্ধি করেছেন তেমনি পরজগতে। তারা হবেন সবচেয়ে বড় মর্যাদায় সমাসীন। আল্লাহ তাআ'লা আহলে এলেম তথা আলেমদের প্রশংসা ও গুণ গেয়েছেন । তাঁর কিতাবকে তিনি তাদের বক্ষে সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে স্থান দিয়েছেন । আল্লাহ তা'আলা

বলেন,

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
ظَالِمُونَ

বরং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের অন্তরে তা সুস্পষ্ট নিদর্শন । আর যালিমরা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না । (সুরা আল আনকাবুত আয়াত: ৪৯)

আল্লাহর অবিরাম রহমত বর্ষণ

পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংসে নিপতিত, সবই বিলয়ের পথে ধাবমান। উপরই লা'নতের বর্ষণ অব্যহত তবে ব্যতিক্রম শুধু দুটি শ্রেণি যাদের উপর আল্লাহর রহমত অবিরাম বর্ষিত

হতে থাকে: এক ইলম সম্পন্ন ব্যক্তি বা ইলেম অন্বেষণকারী। দুই, অধিকহারে আল্লাহর জিকিরকারী আবেদ । যেমন আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত,

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم .

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মনে রেখ, নিশ্চয় দুনিয়া অভিশপ্ত । অভিশপ্ত এতে যা আছে তা-ও । শুধু আল্লাহ তা'আলার জিকির ও জিকিরের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এবং আলেম ও তালেবে ইলম ছাড়া । (তিরমিযি,হা নং:২৩২২, ইবনে মাজা, ৪১০২)

আলেমদের বিশেষ মর্যাদা:

আলেমদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মর্যাদা যা তাদের সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করার পাশাপাশি তাদেরকে করেছে মহা গৌরবান্বিত। তা হলো, মহান আল্লাহ তাদের জন্য গোটা মাখলুকাতকে অধিনস্থ করে দিয়েছের এবং অনুগত করে দিয়েছেন সবকিছুকে যাতে তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করে । যেমন

عن بن عباس قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ইলমের অধিকারী ব্যক্তির জন্য সব কিছুই মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত ।(মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা : হাঃ নং২৬১১৩)

তালিবে ইলমদের ব্যাপারে রাসূলের অসিয়ত:

عن أبي سعيد الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطابون العلم . فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه و سلم . واقنوهم قلت للحكم ما " اقنوهم ؟ " قال علموهم

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরে তোমাদের সমীপে ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে নানা দল আসবে। তোমরা যখন তাদের দেখবে, বলবে স্বাগতম । স্বাগতম হে ওই সম্প্রদায়,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন । অত:পর তোমরা তাদের ইলেম শেখাবে। (ইবনে মাজা: হাঃ নং ২৪৭)

গোটা পৃথিবীর আগত অনাগত সকল তালেবে ইলমদের সৌভাগ্য যে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে কল্যাণের সুপারিশ করেছেন । সুতরাং এর থেকে প্রতিভাত হয় যে, তালেবে ইলমগণ রাসুলের মেহমান। আর গোটা উম্মতের

দায়িত্ব হল রাসুলের মেহমানদের মেহমানদারী করা এবং ইলেম অন্বেষণের পথ সুগম করা ।

আলেমদের চেহারা চির উজ্জ্বল:

আহলে ইলম যারা আল্লাহর দেয়া শরীয়তের জ্ঞান মানুষের কাছে পৌছে দেয়।কল্যাণের বাণী, দ্বীনের জ্ঞান পৃথিবীর দিক দিগন্তে উম্মাহর দোর গোড়ায় ছড়িয়ে দিতে সদা নিয়োজিত, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া আমানতকে অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীর সব স্থানে প্রতিস্থাপন করতে আমরণ সাধনায় রত তাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

نضر الله امر أسمع منا حديثا فبلغه كما سمعه ..

আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল রাখুন যে আমার কথা শোনে অত;পর তা অন্যের কাছে পৌছে দেয় অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায়।

উলামাগণ নবীদের ওয়ারিস

عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه . سلم الحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " من سلك طريقاً يطلب فيه علما سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر "

হযরত কাসির ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনা থেকে এক ব্যক্তি দামেশকে আবূ দারদা রাঃ এর নিকট আগমন করলো । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ভাই, তুমি কেন এখানে এসেছো? উত্তরে বললেন, একটি হাদিস এখানে আমাকে এনেছে, যা আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন বলে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। তিনি বললেন, তুমি কি অন্য প্রয়োজনে আসো নি? তিনি বললেন, না । তিনি আবারও জানতে চাইলেন তুমি কি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসো নি? আগন্তুক বললেন, জি না। আমি কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসটি শুনতে এসেছি । তখন হযরত আবু দারদা রাঃ বললেন,

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন রাস্তায় চলে আল্লাহ তাআ'লা এ কারনে তাকে জান্নাতের রাস্তাসমুহ থেকে কোন এক রাস্তায় চালিয়ে দেন । অর্থাৎ ইলম হাসিল করা তার জন্য

জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ তালেবে ইলমের সন্তুষ্টির জন্য আপন পাখা বিছিয়ে দেন । আলেমের জন্য আসমান যমীনের সকল মাখলুক এমনকি সমুদ্রের পানিতে ভাসমান মাছ পর্যন্ত মাগফেরাতের দুআ করে । নিঃসন্দেহে আবেদের উপর আলেমের ফযীলত এরূপ যেমন পূর্ণিমার চাদের সমস্ত তারকারাজীর উপর।

নিঃসন্দেহে উলামাগণ আম্বিয়াদের উত্তরাধিকারী । আর আম্বিয়াগণ দিনার দিরহামের উত্তরাধিকার বানান না, তারাতো কেবল ইলমের উত্তরাধিকারী বানান । অতএব যে ব্যক্তি ইলম দ্বীন হাসিল করলো সে পরিপূর্ণ অংশ লাভ করলো। (সুনানে আবু দাউদ,

হা নং- ৩৬৪১)

আলেমের নাম আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে:

আল্লাহ আলেমদেরকে কী পরিমাণ মর্যাদা দান করেছেন তার প্রমাণ হলো, তিনি নিজের নামের সঙ্গে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ

করেছেন-

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
عَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ আলেমগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৮)

আলেমগণকে তাঁর নিজের নামের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন । কেননা যে যাকে ভালোবাসেন তিনি তাকে নিজের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করেন এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে কেরামের নাম নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন এবং এর কারণ হচ্ছে- মানুষের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশি সম্মানিত ও প্রিয় । এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী (রহ.) তাফসীরে কুরতুবীতে লেখেন-

وفي هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم ، فإنه لو كان أحد
أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء

‘আলোচ্য আয়াত ইলম ও ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা

ও শ্রেষ্ঠত্বের দলিল । কেননা ওলামায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক সম্মানিত হলে তিনি নিজের নামের সঙ্গে তাদের নামই উল্লেখ করতেন ।

আলেমের শূন্যতায় পৃথিবী ভ্রষ্টতায় ছেয়ে যাবে:

عن عبد
الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه

وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء
حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষদের হৃদয় হতে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন । অবশেষে যখন একজন আলেমও ভুপৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকবে না, তখন জনগন মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে তাদের রাহবার বানাবে এবং তাদের কাছে ফতুয়া জিজ্ঞেস করবে আর তারা না জেনে ফতুয়া দেবে ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে । (বুখারী শরীফ হা নং ১০০)

ইলম অর্জনে ওলামায়ে কেরামদের কঠোর সাধনা

العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك

বহুল প্রচলিত একটি প্রবচন এটি যা যুগ যুগ ধরে ইলম অন্বেষণকারীদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কষ্ট স্বীকারে কেবল উদ্বুদ্ধই করেনি বরং রীতিমত অভ্যস্থ করে তুলেছে । প্রবচনটির অর্থ হল, তুমি তোমার সর্বস্ব বিলিন করলেই কেবল ইলম তোমাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করবে ।

ইসলামী মনীষীগণ তাদের সর্বস্ব বিলিন করেই ইলম নামক মহাদৌলত অর্জন করেছেন । এই পরশপাথর এমনি এমনি তাদের হাতের মুঠোয় আসেনি । কঠোর অধ্যাবসায়,অসম কুরবানী আর অবিরাম প্রচেষ্টার সেতু পেরিয়ে তারা তাদের এই কাঙ্ক্ষিত গর্বের ধন হস্তগত করেছেন ।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. নিরবচ্ছিন্ন রাত্রী জাগরণ

কালজয়ী মহান সাধক ইমাম মুহাম্মাদ রহ. । মুতালাআয় মশগুল থাকা ছিল তার নৈমিত্তিক রুটিন। গভীর রাত পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই তার অব্যাহত ধারায় সামান্য হেরফের হতো না। গরমের তীব্রতায় কখনো কখনো গায়ের জামা খুলে ফেলতেন, ঘুম যেন এসে চোখের পাতায় বাসা না বাঁধে এ জন্য সামনে পানির গামলা রাখতেন, যখনই তন্দ্রার আগমন টের পেতেন সঙ্গে সঙ্গে পানির ছিঁটায় তাকে তাড়িয়ে দিতেন । পূর্ণ

সজাগ ও সর্বাত্ত্বক চৈতন্য নিশ্চিন্ত করতে তার এই ব্যতিক্রমী আয়োজন । তার এই নিরন্তর প্রচেষ্টার সুবাদে গভীর রাতে সমান তালে মাসআলা উৎসারণ করতেন ।
অবিরাম রাত্রি জাগরণ ও নিরবচ্ছিন্ন মুতালাআর কারনে শারীরিকভাবে তিনি কিছুটা দূর্বল হয়ে পড়লেন এমনকি রোগের কোনো কোনো উপসর্গও দেহে পরিলক্ষিত হলো । কতিপয় ভক্তবৃন্দ একদিন তার দরবারে উপস্থিত হয়ে সবিনয়ে অনুরোধ করলো যেন ধারবাহিক নিরবিচ্ছিন্ন রাত না জেগে মাঝে মাঝে জাগ্রত থাকেন যাতে করে শরীরের উপর বাড়তি প্রেসার না পড়ে ।
তাদের আন্তরিকপূর্ণ কথার প্রেক্ষিতে যে উত্তরটি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. দিয়েছিলেন তা যেমন স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত তেমনি তা গোটা পৃথিবীর জাতির রাহবারদের পরম পাথেয় ।
তিনি বললেন,গোটা মুসলিম জাতি আমার উপর ভরসা করে ঘুমিয়ে আছে, ঘুমাই কি করে ?

বিস্ময়কর মেহনত

আন্দুলুসিয় এক প্রখ্যাত আলেম আব্দুল মালেক ইবনে হাবিব আল আন্দুলুসি সম্পর্কে তারই স্নেহধন্য ছাত্র আবু ওমর বর্ণনা করেন অনেকটা এভাবে-রাতের শেষ প্রহর, পৃথিবী তখনো আফসা আধারে ঢাকা। এখনো । পাখিদের কুজনে মুখরিত হয়নি নতুন প্রভাত তবে পুব আকাশে ভোরের দিগন্ত রেখা শুভ্রতার ঢালি ছড়িয়ে নতুন সূর্যোদয়ের জানান দিচ্ছে। কিছুটা চুপিসারে আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ আব্দুল মালেকের গৃহে উপস্থিত হলাম । উদ্দেশ্য আর কিছু নয় ইলমের এই চলন্ত জাহাজ থেকে যৎসামান্য গ্রহণ করবো। গৃহের সামনে গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলাম । অনুমতি প্রদানান্তে ভিতরে প্রবেশ করলাম । দেখলাম তিনি তার স্ব স্থানে বসে আছেন, সামনে একটি পিদিম যেন দীর্ঘ পথ পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে নিভু নিভু জ্বলছে, চারপাশে অনেকগুলো কিতাব খোলা । তিনি নিবিষ্ট চিত্তে মুতাআলায় মগ্ন । তাকে দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চল এক কাঠের প্রতিমা কিংবা পলকবিহীন বসে থাকা এক ছায়ামূর্তি, যে কিনা পৃথিবীর সবকিছু ভুলে নিবিড় চিত্তে গভীর মনোযোগে কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন ।
তাকে সালাম দিলাম । তিনি যেন নীরব জগৎ থেকে সরবে ফিরে এলেন । ফিরে এলেন আত্মিক পরিভ্রমণ শেষে ব্যস্ততম পৃথিবীতে । সালামের উত্তর প্রদান করে জিজ্ঞেস করলেন রাত্রি এখন কোন প্রহরে? প্রশ্নটা শুনে হকচকিয়ে উঠলাম তবুও নিজেকে কোনোরকম সামলে নিয়ে বললাম, হযরত, রাত তো প্রায় শেষের দিকে, ক্ষণিক পরেই সোনালী বিকিরণে পৃথিবী হেসে উঠবে । আমি তো ফজর নামায আদায় করে এলাম ।

আমার কথায় হযরত যেন স্মৃতি ফিরে পেলেন, তিনি দ্রুত স্বস্থান থেকে উঠে নামায আদায় করলেন, অতঃপর যা বললেন তাতে আমি যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম, বিস্ময়ের এক নতুন পাটাতনে আছড়ে পড়লাম । তিনি বললেন,

ما صليت هذه الصلاة إلا بوضوء العشاء الآخرة

আমি এশার অযু দিয়ে ফজর নামায আদায় করলাম । এ কি! হযরত একটুও ঘুমাননি ! শুধুমাত্র কিতাবের পাতায় দৃষ্টি বুলিয়ে দীঘল এ রাত্রি পার করেছেন?

সুবহানাল্লাহ! এভাবেই অধ্যায়নরত অবস্থায় কত যে রাত নির্ঘুম কেটে গেছে, সেই হিসেব হয়তো তার নিজেরও জানা নেই ।

নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা

হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন একজন নাম তার শায়েখ আবু নজর । ইলম ও মারেফাতের এক অনবদ্য সুদীর্ঘ ৭০ বছর একটানা বিরামহীনভাবে ফতুয়া প্রদানের দায়িত্ব করে গেছেন ।পৃথিবীর দিক দিগন্ত থেকে সত্যানুসন্ধানী ওলামায়ে কেরাম ও জ্ঞান পিপাসু মানুষ তার কাছে ফতুয়া তলব করতেন । তিনি একে একে সবার উত্তর লিখে দিতেন ।

হযরত হাকেম রহ. বলেন, এই মহা মনীষীর দূর্লভ এ কাজের বিবরণ শুনে তার সান্নিধ্যে দু দুবার গমন করেছিলাম। আমি হযরতকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি প্রত্যহ এত এত ফতুয়া লিখেন কি করে? তিনি বললেন, পুরো রাতকে আমি তিন ভাগে ভাগ করি । এক ভাগ নিজের জন্য আরেক ভাগ উম্মতের জন্য আর এক ভাগ আল্লাহর জন্য ।অর্থাৎ রাতের এক তৃতীয়াংশ ঘুমাই আর এক তৃতীয়াংশ ফতুয়া লিখি আর এক তৃতীয়াংশ কুরআন তেলাওয়াত ও নামাযে কাটাই । ইলমের জন্য ঘুম বিসর্জন দেওয়া এই সব মহা মনীষীগণ যদি আমাদের অনুপ্রেরণা।

আমৃত্যু মুতালাআ

শায়েখ মুহাম্মাদ আততাব্বাখ, মৃত্যুর পাদদেশে আছড়ে পড়ার মুহূর্তেও মুতালাআ ছাড়েননি ।আল্লামা রাওয়াছ কালআজি তার উক্ত শায়েখ সম্পর্কে বলেন, আমার শায়েখের ইন্তেকালের দিন তার সান্নিধ্যে হাজির হলাম ।দেখলাম তিনি অতি কষ্টে দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসে আছেন । রোগের তীব্রতায় জবান ভারি হয়ে গেছে, চোখের পাতা যেন একেবারে জমে গেছে, অতি কষ্টে তিনি তা উত্তোলন করছেন ।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও তিনি ইলম চর্চার চিরচেনা পথকে ভুলতে পারেননি, ভুলতে পারেননি আজন্মকাল ডুবে থাকা সেই ইলমি শারাবান তহুরাকে তাই তো কম্পমান হাত দিয়ে ধরে আছেন একটি কিতাব। দেহের সম্পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করে চেষ্টা

করছেন তাতে দৃষ্টি বুলিয়ে ইলমী সুধা পান করতে । শারীরিক অক্ষমতা চূড়ান্তভাবে গ্রাস করে নেওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র রুহানী শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে জ্ঞানের উত্তাল সমুদ্রে সাতার কাটছেন । না, এভাবে আর কতক্ষণ? কতক্ষণ আর টিকে থাকা যায় ঝিমিয়ে পড়া শরীর নিয়ে? উপরুন্ত ক্লান্তিরা দেহের উপর অক্টোপাশের মত এঁটে আছে । তবুও তার ইলেম সাধনার নিরন্তর প্রচেষ্টা চোখে পড়ার মতো ।

তিনি একবার দেয়ালের সাথে মাথা ঠেকিয়ে কিছুটা জিরিয়ে নিয়ে পূর্ণদমে মুতালাআয় আত্মনিয়োগ করলেন ।আবার জীবনের এই ক্লান্তিলগ্নে তার ইলমের প্রতি এমন দূর্বেরিত মুহব্বত ও প্রাণান্তর প্রচেষ্টা দেখে আমরা হতবিহবল হয়ে পড়লাম । অজান্তেই চোখের কোণা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোটা তপ্ত অশ্রু । বললাম, হযরত এখন যদি কিতাবটা রেখে দিতেন, যদি একটু বিশ্রাম নিতেন! প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, এখানে একটি মাসআলা রয়েছে যার সমাধান আমার অগচরে হয়ে গেছে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে যদি ঠিকঠাক পড়তে পারতাম!

হযরতের উপচে পড়া আগ্রহ ও সীমাহীন উদ্দীপনা দেখে আরজ করলাম, যদি অনুমতি হয়, তবে আমি পড়তে থাকি আর আপনি শুনতে থাকুন। হযরত অনুমতি দিলেন। আমি পড়তেছিলাম আর মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাতেছিলাম হঠাৎ দেখলাম প্রশান্তির নির্মল ছাঁয়া যেন তার সারা অবয়বজুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে, প্রাপ্তির আনন্দে তিনি আস্তে করে চোখদুটো বন্ধ করলেন । আমি পড়তেছিলাম আর হযরত নিরব হয়ে শুনতে ছিলেন । এক সময় পড়া শেষ হলে বললাম, হযরত আরো কিছু পড়বো? কিন্তু তিনি নিরুত্তর । তার ছেলে এসে নিথর দেহে হাত রেখে বললেন, বাবা আর নেই ।

এভাবেই ইলেমের এই মহান সাধক ইলমি উদ্যানে মধু আহরণ করতে করতে লাস্যময়ী রূপালি পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে পাড়ি জমালেন মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ।

মৃত্যুলগ্নেও ইলম সাধনা

মৃত্যুক্ষণ জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে সে সময়ের প্রকৃত পরিস্থিতি উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কেননা এই মানুষের জীবনে একবারই আসে। আর যার কাছে আসে সে চিরদিনের জন্য ওপারে চলে যায় এবং ফিরে আসতে পারে না। ফলে কেউ সেই পরিস্থিতির কথা যথাযথভাবে ব্যক্তও করতে পারে না। তবু মা বাবা, ছেলে সন্তান, স্ত্রী-পরিজন, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অচেনা-অজানা দেশে রওয়ান দেয়ার কষ্ট কিছুটা হলেও অনুধাবন করা যায় । জীবিতরা একেবারে সামান্য হলেও সে কথা অনুধাবন করতে পারি । সেই অনুধাবনশক্তি থেকে বলতে পারি, এই সময়টা কেবলই বিহ্বলতার, ভয়ের, আতঙ্কের । তাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সেই সময়ে ইলম

হাসিল, ইলম বর্ধনের চিন্তাই আসার কথা নয় । কিন্তু আমাদের পূর্বসূরীগণ এই নাযুক মুহূর্তেও ইলম বৃদ্ধি এবং দীনের উপকারার্থে ইলম হাসিল করার চেষ্টা করেছেন । তারা আমল করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণীর ওপর । যথা-

عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার কাছে মৃত্যু হাজির হয় আর সে দ্বীন যিন্দা করার জন্য ইলম হাসিল করে তবে তার এবং জান্নাতের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে একটিমাত্র দরজা।' [সুনানে দারামী: হা নং ৩৬২)

দ্বীন যিন্দার এই প্রয়াস অতি প্রশংসনীয় বলেও হাদীসে ইরশাদ

হয়েছে । যথা-

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ : طَالِبُ الْعِلْمِ ، وَطَالِبُ الدُّنْيَا

“দুই শ্রেণীর মানুষ কখনও পরিতৃপ্ত হয় না । এক. ইলমের অন্বেষক এবং দুই. দুনিয়ালোভী।' [হাকেম, মুস্তাদরাক 'আলাস-সহীহাইন: হা নং ৩১২/

আমাদের পূর্বসূরীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্রবাণীগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সচেষ্ট ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল-

إلى متى تطلب العلم ؟ قال : من المحبرة إلى المقبرة.

‘কতদিন পর্যন্ত মানুষ ইলম হাসিল করবে? জবাবে তিনি বললেন, সিন্দুক থেকে কবর পর্যন্ত ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর ঘটনা

কারাশী (রহ.) ‘আল জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর শাগরেদ ইবরাহীম ইবন জাররাহ তামিমী বলেন, আমি ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মৃত্যুশয্যায় হাজির হলাম। তখন তিনি বেহুঁশ ছিলেন । কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলে আমাকে বললেন, হে ইবরাহীম! রময়ে জিমারের ক্ষেত্রে উত্তম কে, পদব্রজী নাকি সওয়ারী? আমি বললাম, সওয়ারী । তিনি বললেন, তুমি ভুল বলছ। তখন আমি শুধরে বললাম, তাহলে পদব্রজী । তিনি এবারও বললেন, তুমি ভুল বলছ! তখন আমি বাধ্য হয়ে বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হন, আপনিই তাহলে বিষয়টি বলুন । ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বললেন, যদি দু'আর জন্য সেখানে অবস্থান করা হয় তবে পদব্রজে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম । আর যেখানে অবস্থান করা যায় না সেখানে সওয়ারী হয়ে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম ।

এরপর আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । আমি তার ঘরের মূল ফটক পর্যন্তও পৌঁছিনি, এমন সময় কান্নার শব্দ পেলাম । তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন । মৃত্যুর মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগেও তার মধ্যে ইলম অন্বেষণের প্রতি ছিল এমন ব্যগ্রতা !

আহত আবূ যুরআ রাযীর (রহ.) মৃত্যুর আগে হাদীস বর্ণনা

আবূ যুরআ (রহ.) আহত অবস্থায় মারা যান। তার কপাল থেকে আঘাতজনিত কারণে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল । সে সময় আবূ হাতেম (রহ.) মুহাম্মাদ ইবন মসলিম (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করেন-

ما تحفظ في تلقين الموتى : لا إله إلا الله

'আপনি মৃতের তালকীন সম্পর্কে কী জানেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! জবাবে মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম বলতে শুরু করলেন, মুআয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত...

তিনি কথাটি শেষও করতে পারলেন না। ইত্যবসরে যখন ও মাথায় পট্টি নিয়েই মুহাম্মাদ ইবন যুরআ মাথা উত্তোলন করে বললেন-

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عبد الحميد بن جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ معَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَّامِهِ له لا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ তিনি মুআয ইবনে জাবালের পূর্বের পূর্ণ সনদ উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । (আবূ দাউদ: ৩১১৬)

হাদীসটি বর্ণনা করা মাত্রই ঘরে কান্নার রোল উঠল । কারণ হাদীস বর্ণনা করে হাদীস অনুযায়ী আমল করেই তিনি দুনিয়াকে সালাম জানালেন।

আবূ জাফর তাবারী (রহ.)-এর মৃত্যুকালীন জ্ঞানসাধনা

'আল-জালিসুস সালেহ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি আহ্ জাফর তাবারী (রহ.)-এর ইন্তেকালের মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তর সামনে উপস্থিত হলেন। সে সময় তার সামনে এই দু'আটি সম্পর্কে।

জিজ্ঞেস করা হলো-

يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت

এই নাযুক সময়েও ইলমচর্চা?

জবাবে তিনি সহীফা তলব করলেন এবং লিখে দিলেন । তাকে বলা হলো,

ينبغي للإنسان أن لا بدء اقتباس العلم حتى يموت

উত্তরে তিনি বললেন-

'মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুক্ষণেও ইলম অন্বেষণের কোনো সুযোগ হাতছাড়া না করা।' [আল-জালিসুস সালেহ: ৩/২২২]

ইয়াকুত আল-হামাবী (রহ.) ইরশাদুল আদীব গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ফকীহ ওয়ালওয়ালেজী (রহ.) বলেন, আমি আবূ রায়হান মুহাম্মদ ইবন। আহমাদ খারেজমী (রহ.) এর কাছে গমন করলাম। সে সময় তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন এবং তার বুকের ভেতর থেকে মৃত্যুর শব্দ শোনা যাচ্ছিল । সেই নাযুক সময়ে তিনি আমাকে বললেন, আপনি নানীর মীরাছের মাসআলা সম্পর্কে সেদিন কী যেন বলেছিলেন? আমি বললাম, এই নাযুক সময়ে সেই মাসআলার আলোচনা করতে হবে? তিনি জবাবে

বললেন-

يا هذا أُوزع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة ألا يكون خيرا من أن أُخليها
وأنا جاهل بها

'হে ব্যক্তি! একটি মাসআলা সম্পর্কে অবগত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া ওই মাসআলা সম্পর্কে জাহেল থেকে বিদায় নেয়ার চেয়ে উত্তম নয় কি?'

আমি তার কথার কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না । তাই মাসআলাটি পুনরায় ব্যক্ত করলাম । আর তিনি মুখস্থ করলেন । এরপর আমি তার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম এবং রাস্তার মাঝখানে আছি এমন সময় তার পরিবার থেকে মৃত্যুর কান্না শুনতে পেলাম ।

মৃত্যুর আগ মুহুর্তেও ইলমি মোযাকারা

আবু মুহাম্মাদ বলেন, আমার পিতা আবু হাতিম মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। অসুস্থতা ও দূর্বলতার দরুন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানার সাথে গড়ে তুলেছিলেন গভীর সখ্যতা । মৃত্যু যেন তাকে প্রতি মুহুর্তে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল । জীবনের এই অন্তিম সময়েও ইলমি মুযাকারা ও জ্ঞান চর্চার চির চেনা পথ তিনি ভুলতে পারেননি । ভুলতে পারেননি ইলমি আমানত পৌঁছে দেয়ার গুরু দায়িত্বের কথা। জীবনের এই গোধূলি বেলায় দাঁড়িয়েও তিনি পূর্ণ অবিচলতা ও তারুণ্যের দিপ্ত প্রত্যয় নিয়ে ইলমি সমুদ্রে ডুবন্ত নাবিক । কী আশ্চর্য ! বার্ধক্যের ছাপ দেহে আঁচড় ফেললেও মনে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ইলমের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, দুর্বরিত আগ্রহে সামান্য ভাটাও পড়ে নি ।

তাদের সান্নিধ্যে পাগলপাড়া হয়ে উঠে সেখানে তিনি ইলমি আলোচনা ও জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মানুষ যেখানে আপনজনদের পর্যালোচনায় চারপাশটা মুখরিত রাখতে উদগ্রীব ছিলেন ।

আবু মুহাম্মাদ বলেন, পিতার এই উপচে পড়া উদ্দীপনা, তার এই নিরন্তর আগ্রহ দেখে আমিও যেন উৎসাহ পেলাম এবং সময় সুযোগটাকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলাম । তাই তো অজানা অসংখ্য ইলান। দূর্ভেদ্য স্থানগুলো হল করে নিতে প্রশ্নের আস্তরে তাকে ঢেকে দিলাম। তিনি বেশ হর্ষ চিত্তে একের পর এক হাদিসের রাবীদের ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর পর ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলে রসনা ভিজিয়ে আবারো পূর্ণোদ্যমে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। কী অবাক কাণ্ড! মৃত্যু যন্ত্রনা তুচ্ছ করে ইলমি ময়দানে কী অবিচল পথ ইলমের প্রতি এমন অগাধ ভালবাসা, ইলমকে ঘিরে এমন অনুপম দৃশ্য কেবল আল্লাহর এমন প্রিয় বান্দাদের ক্ষেত্রেই মানায় ।

পরিশেষে মরণের পাদদেশে আছড়ে পড়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত ইলমি মুযাকারায় রত থেকে রফিকে আ'লার সান্নিধ্যে চলে গেলেন ।

সময়ের কদর

শায়েখ তাহের আল জাজায়েরী রহ. সম্পর্কে তার প্রখ্যাত শাগরেদ মুহাম্মাদ সাইদ আল বানী রহ. বর্ণনা করেন, আমার উস্তাদ ছিলেন ইলম অন্বেষণে যার পর না আসক্ত। ঘুমহীন রাতের পর রাত তিনি কাটিয়ে দিতেন । কখনো কিতাব অধ্যায়নে কখনো বা লেখায় মগ্ন হয়ে । অক্টোপাশের মত ইলেমের সাথে লেগে থাকা এমন মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি ।

জীবনে আমি ঘুমের জন্য এই সময়টাকে বেছে নেয়ার কারণ হল, যাতে ফরয নামায় প্রথম ওয়াক্তে আদায়ে কোনো বিঘ্ন না ঘটে ফজর নামাযান্তে তিনি কিছুক্ষণ ঘুমাতেন ।নামাযের প্রতি তার আন্তরিক টান ছিল চোখে পড়ার মত। আযানের মিষ্টি শব্দ কানে আসা মাত্র তিনি ব্যকুল হয়ে উঠতেন। অদ্ভুত এক অস্থিরতায় তার চোখ মুখ পানসে হয়ে যেত । কখন মসজিদে যাবেন, কখন প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে মহান প্রভুর আহবানে লুটিয়ে দেবেন আপন মস্তক কে । মস্তাকাবনত প্রহরটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। এ যেন এক দুর্বেরিত আগ্রহ, এ যেন এক অদ্ভুত মাদকতা । ইবাদত ও ইলম অর্জন ঘিরেই ছিল তার জীবনের সকল আয়োজন। এ দুটো কাজের মধ্যে তিনি এতোটাই বিভোর থাকতেন যে, পৃথিবীর চাকচিক্য ও অর্থ-বৈভব কখনোই তাকে ক্ষণিকের তরে বিমোহিত করেনি । নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যায়ন, গবেষণা ও অবিরাম লেখালেখি, এসবের পর এতটুকু ফুরসতই মিলতো না যে জগৎ সংসার নিয়ে ভাববেন । এই জন্য তিনি চিরকুমারই থেকে গেছেন ।

অধিকাংশ সময় নিজ কামরাতেই অবস্থান করতেন ।কখনো কোথাও বের হলে চির সাথী কিতাবকে হাতছাড়া করতেন না । অপেক্ষাকৃত ছোট বা স্বল্প পৃষ্ঠার কোনো রিসালা পকেটে পুরে বের হতেন যাতে মুতালাআ ছাড়া একটি মুহূর্তও নষ্ট না হয় ।

পথের ধারে বা গাছের ছায়ায় যেখানেই একটু সুযোগ মিলতো সঙ্গে সঙ্গে সাথে থাকা রিসলিাটি পড়া শুরু করতেন । মুহূর্তেই হারিয়ে যেতেন ইলমের গভীরে অরণ্যে । কী তন্ময়! কী একাগ্রতা! মনে হতো অনেকক্ষণ ধরে মশগুল রয়েছেন অথচ শুরু করেছেন সবে মাত্র । তিনি সময়ের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন । কদর করতেন প্রতিটি মুহূর্তের । একটি মিনিটও যেন বৃথা না যায় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন ।

কফি পান করতে তিনি অভ্যস্থ ছিলেন । ক্লান্তি নিবারণে কফির অবদান অনস্বীকার্য । কথায় আছে উষ্ণ কফি যেন নব বধুর ছোয়া, মুহূর্তেই শরীরে সতেজতা ফিরিয়ে আনে। কিন্তু সারা দিন উষ্ণ কফি তৈরীর সময় কোথায়? এতে যে অনেকটা সময় চলে যাবে । তাই সময় সংরক্ষণের জন্য তিনি বড় কেতলীতে পুরো এক সপ্তাহের কফি বানিয়ে নিতেন । আর সারা সপ্তাহজুড়ে ঠাণ্ডা ও বাসি কফিই সানন্দে পান করতেন ।

রাখালের ইলম: পৃথিবীর যাবতীয় ইলম ছয়টি বস্তুর মধ্যে!

মাঠে এক রাখালের সঙ্গে ঈসা (আ.)-এর সাক্ষাত হলো । তিনি রাখালকে বললেন, হে যুবক! তুমি গোটা জীবন এই পশুচারণের মধ্যে কাটিয়ে দিলে! যদি জীবনকে ইলম অন্বেষণের কাজে ব্যয় করতে কতই না উত্তম হতো! জবাবে রাখাল বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি ইলম ভাণ্ডার থেকে ছয়টি বস্তু গ্রহণ করেছি এবং সে অনুযায়ী আমল করি । যথা-

এক. ‘যতক্ষণ হালাল বস্তুর অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম ভক্ষণ করি না ।'

দুই. ‘যতক্ষণ সত্য বলার সুযোগ আছে ততক্ষণ মিথ্যার আশ্রয় নেই না।

তিন.'যতক্ষণ আমার নিজের মধ্যে দোষ আছে ততক্ষণ অন্যের দোষ তালাশ করি না’

চার.'যতক্ষণ ইবলিশকে মৃত না দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত তার চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবব না ।'

পাঁচ. 'যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর খাজানা খালি না হতে দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত মাখলুকের খাজানার প্রতি লালায়িত হবো না। আর এখন পর্যন্ত আল্লাহর খাজানা শূন্য হয়নি । অতএব আমাকে মাখলুকের প্রতিও ধাবিত হতে হয় না।

ছয়. 'যতক্ষণ দুই পা জান্নাতে বিচরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আজাবের ব্যাপারে উদাসীন হবো না ।'

ঈসা (আ.) এই ব্যক্তির কথা শুনে বললেন-

هذا هو علم الأولين والآخرين الذي قرأته أنت وأخذته

'এটা হলো পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলের ইলম, যা তুমি পাঠ করেছ এবং নিজের মধ্যে সঞ্চিত করেছ ।

যুগের পর যুগ সাধনা করে মানুষ যা অর্জন করতে পারে না তুমি তা অর্জন করেছ ।

ইলম অন্বেষণে অবিচলতা

মিরাজুস সাআদা' গ্রন্থের সংকলক মির্জা মাহদী নিরাকী (রহ.) খুব অর্থকষ্টে জীবন যাপন করতেন। এত অর্থকষ্ট ছিল যে, অধ্যায়নের উপকরণাদিই সংগ্রহ করতে পারতেন না। বিভিন্ন সময় মাদরাসার চেরাগের আলোতে মুতালাআ করতেন। কিন্তু কাউকে অর্থকষ্টের কথা বুঝতে দিতেন না। এত অর্থকষ্ট ও দারিদ্র্যের মাঝেও ইলমের সঙ্গে লেগে থাকতেন । এমনকি বাড়ি থেকে যে চিঠিপত্র আসত তাও কখনও খুলতেন না । হয়ত এমন কোনো সংবাদ থাকবে যা ভাবনাকে এলোমেলো এবং দরস থেকে বঞ্চিত করবে।

এক চিঠিতে পিতা আবূ যর (রহ.)-এর শাহাদাতের সংবাদ এল। কিন্তু চিঠিটি অভ্যাস মোতাবেক আগের মতোই বিছানার নিচে রেখে দিলেন। ফলে বাড়ির লোকজন নিরাশ হয়ে তার উস্তাদের কাছে চিঠি লিখলেন এবং পুরো পরিস্থিতি অবহিত করে তাকে তা জানানোর অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়ারও অনুরোধ করলেন, যাতে তিনি বাড়ি এসে পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ-বণ্টন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করেন ।

পরের দিন নিরাকী (রহ.) দরসে হাজির হলে উস্তাদ তার হাত ধরলেন। সে সময় তিনি ভীষণ চিন্তিত ও গম্ভীর ছিলেন। উস্তাদের এই অস্বাভাবিক অবয়ব দেখে নিরাকী (রহ.) বললেন, হযরত! আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

জবাবে উস্তাদ বললেন, তোমাকে নিরাক যাওয়া দরকার। তিনি বললেন, কেন? উস্তাদ বললেন, তোমার বাবা অসুস্থ ছিলেন। সেজন্য যাওয়া দরকার । নিরাকী (রহ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ করবেন এবং হেফাজত করবেন । অতএব আপনি দরস শুরু করুন! শাগরেদ ইশারা বুঝতে পারছে না দেখে উস্তাদ আসল ঘটনা খুলে বললেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে নিরাক যেতে বললেন । উস্তাদের আদেশে তিনি বাড়ি গেলেন বটে কিন্তু মাত্র তিনদিনের মধ্যে যাবতীয় দায়িত আঞ্জাম দিয়ে আবার দরসে হাজির হলেন। সুবহানাল্লাহ, আমরা এই পূর্বসূরীদের অনুসারীর দাবিদার!

কী কুরবানী কী ত্যাগ! জীবনের সব সাধ, আহ্লাদকে বিসর্জন দিয়ে এভাবেই তারা ইলমের পথে অবিচল ছিলেন ।

যে স্বপ্ন ও বাসনা মৃত্যুযন্ত্রণাকেও হার মানায়

কারো কারো স্বপ্ন, বাসনা ও চাওয়ার বস্তু থাকে একেবারেই ভিন্ন। তাদের সেই বাসনা সেই স্বপ্ন কোনো কিছুতেই দমে না । সব বাধা বিপত্তি দু'পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে চলেন স্বপ্ন পূরণের পথে। এমনকি মৃত্যুর মত অকাট্য ফয়সালাও যেন ওই বাসনা ঐ স্বপ্নের কাছে হার মানে ।হাজার ফরসাখ তথা নয় হাজার মাইল'র বেশী দূরত্বের পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে ইলম অন্বেষণ করেছেন। একী বিস্ময়কর ব্যাপার! ইলমের জন্য এতো কষ্ট! সত্যিই তারা এমন ছিলেন ।

ইলম প্রচার-প্রসারে নবীযুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

যেদিন প্রথম ওহী— সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়, সেদিনই জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমলীভাবে ওযু ও নামায শিক্ষা দান করেন। সীরাতে ইবনে ইসহাক ১৮০; আলবিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনে কাসীর ৪/৬০,

দারুল হিজর (১৪১৮ হি.)

সে সময় থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেখানো শুরু এবং আমলীভাবে দেখানো শুরু করেন। মক্কীজীবন কত কঠিন সমস্যাসংকুল ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওহী নাযিলের প্রথম দিন থেকে গোটা মক্কীজীবনে কুরআন শিক্ষাদান, শরয়ী বিধিবিধান শিক্ষাদান সেগুলোর আমলী ও বাস্তব প্রশিক্ষণের ধারা অত্যন্ত সুচারু ও সুদৃঢ়ভাবে ঘর ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজর করে পৌছার আগেই ঈমান ও কুরআনের তালীম ঘরে ঘরে ব্যাপক বিষয় লাভ করেছিল। আর হিজরতের পরে তো মদীনা মুনাওয়ারা প্রাণকেন্দ্রই হয়ে ওঠে।বিজিত এলাকাগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে তালীম ও শিক্ষাদানের লক্ষ্যে সাধারণত এক-দুইজন বা দুই-চারজন লোক প্রেরণ করতেন। অন্যদিকে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা নিজ নিজ গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে দলে দলে মদীনা মুনাওয়ারায় আসতে থাকত।

মদীনায় থেকে আগত লোকদের মাঝে যার পক্ষে যতদিন থাকা সম্ভব হত, দ্বীন-ঈমান ও কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করতেন। ইলম প্রচার-প্রসারের ইতিহাস-সংক্রান্ত আলোচনা হলে মক্কীজীবনের দারুল আরকাম এবং মাদানী জীবনের সুফফা, ব্যস শুধু এই দুই নজিরই উল্লেখ করা হয় অথচ মক্কায় দারুল আরকামের আগেই অনেক পুরুষ সাহাবী ও নারী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন যে-ই ইসলাম গ্রহণ করতেন তিনি-ই ঈমান ও কুরআন শেখা ও শেখানো শুরু করতেন। যে সকল বিধিবিধান অবতীর্ণ হত, সেগুলো শিখতেন ও শেখাতেন। দারুল আরকামের সময়টা তো খুব বেশি সময় ছিল না, কিন্তু ইলম ও দাওয়াতের ধারা আগে-পরে অবিরাম গতিতে চলছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-কে তাদের তালীমের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি মাদানী সাহাবী আসআদ ইবনে যুরারার ঘরে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন । বর্ণনাকারী বলেন-

وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ، وَيُعَلِّمَهُمُ الإِسْلاَمَ، وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ.

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব রা.-কে এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, তিনি মদীনাবাসীদের কুরআন পড়াবেন, তাদের ইসলাম শেখাবেন এবং তাদের মাঝে দ্বীনের বুঝ তৈরি করবেন।' -সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৮২ (দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত)

সুতরাং মেহনতের ফলে মদীনার অধিকাংশ পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। -সিয়ার আলামিন নুবালা, শামসুদ্দীন যাহাবী ২৬/২৩৯-২৪৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পরে তো মদীনা মুনাওয়ারা ইলমে ওহী এবং ফিকহ ও হিকমার নগরীতেই পরিণত হয়েছিল।এখান থেকে চতুর্দিকে ইলম ও দ্বীন শিক্ষাদানকারীদের প্রেরণ করা হত এবং সব জায়গা থেকে ইলম ও ফিকহ অর্জন করার জন্য এখানে প্রতিনিধিদল আসতে থাকত এবং দ্বীন ও ঈমান, ফিকহ ও হিকমাহ শিক্ষা লাভ করত, এরপর আপন আপন এলাকায় ফিরে গিয়ে এলাকার লোকদের শিক্ষাদান করত।

মালেক ইবনে হুয়াইরিস রা. বলেন, আমরা কাছাকাছি বয়সের কিছু যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তাঁর কাছে বিশ দিন বিশ রাত অবস্থান করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অনেক দয়ালু ও কোমল । যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমাদের নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে মন চাইছে, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, বাড়িতে আমরা কাকে কাকে রেখে এসেছি। জানার পর বললেন-

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ، فَأَقِيْمُوا فِيْهِمْ وَعَلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ.

যাও, নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। (এবং এখানে যা দেখেছ ও শিখেছ তা) তাদের শেখাও এবং তাদের নেককাজ করতে বল। এরপর বলেন-

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ

আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে আর তোমাদের মাঝে যে বড় সে ইমামতি করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩১ (কিতাবুল আযান)

দুই. আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল মদীনায় আসার পর নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখভালের দায়িত্ব আনসারীদের প্রদান করেন। পরদিন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ভাইদের মেহমানদারি ও অতিথি আপ্যায়ন কেমন?

তারা উত্তরে বলেন-

خير إِخْوَان ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وَبَاتُوا وَأَصْبَحُوا يُعلِّمونا كتابَ رَبِّنَا تبارك وتعالى وَسُنَةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

এরা তো উত্তম বন্ধুজন। তারা আমাদের জন্য শয়নের সুব্যবস্থা করেছেন, ভালো খাবারের আয়োজন করেছেন এবং রাতে ও সকালে আমাদেরকে আমাদের রবের কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ শিখিয়েছেন ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে খুশি হন এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে শোনেন কে কী শিখেছে। বর্ণনাকারী বলেন-

فَمِنَّا مَنْ عَلِمَ التَّحِيَّاتِ، وَأَمَّ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ وَالسَّورَتَيْنِ وَالسُّنَنَ

আমাদের মধ্য থেকে কেউ আততাহিয়্যাতু (তাশাহহুদ) শিখেছে, কেউ সূরা ফাতেহা শিখেছে, কেউ অন্য এক-দুই সূরা আর কিছু সুন্নত শিখেছে। -মুসনাদে _আহমাদ, হাদীস ১৫৫৫৯

এটি তো এই সফরের শুধু এক রাত ও এক সকালের তালীমের কারগোযারি। এই সফরে তারা আরো অনেক কিছু শিখেছিলেন। যার কিছুটা বিবরণ মুসনাদে আহমাদের উক্ত হাদীসে এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের ১৬৯৩০ নং হাদীসে এসেছে।

কেউ কেউ বলেন, দারে আরকাম ছিল প্রথম মাদরাসা।কেউ কেউ বলে সুফফা ছিল প্রথম মাদরাসা। সত্যি কথা হল, সে সময় প্রতিটি ঘরই ছিল মাদরাসা, প্রতিটি মসজিদ ছিল মাদরাসা,প্রতিটি মজলিস ছিল মাদরাসা। দূর-দূরান্তের প্রতিটি সফর ছিল ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা। প্রতিটি ইজতেমা-মিলন, মজমা- হালকা ছিল মাদরাসা। হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ.-এর কথা অনুযায়ী, সে সময় সন্তানের প্রতিটি কোল ছিল মাদরাসা। সীরাত ও তারীখের (ইসলামী ইতিহাস) জ্ঞান এত সহজ জিনিস নয় যে, শুধু হায়াতুস সাহাবা আর আররাহীকুল মাখতুম পড়েই সবকিছু জানা হয়ে যাবে !

নবীযুগে মদীনা থেকে দ্বীন শিক্ষাদানকারী প্রেরণ করার দুটি ঘটনা:

এক.দশম হিজরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালেদ ইবনে ওয়ালীদকে নাজরানের গোত্র বনু হারেস ইবনে কা'বকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন এবং বলেন, তারা মুসলমান হলে তুমি সেখানে থেকেই তাদের ইসলাম শেখাবে, কুরআন ও সুন্নত শেখাবে। তিনি সেখানে পৌঁছে কাফেলার লোকদের চতুর্দিকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য পাঠিয়ে দেন। তারা বলতে থাকেন-

أيها الناس أسلموا تسلموا.

হে লোকেরা, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে বেঁচে যাবে । এতে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা. সেখানে থেকে তাদের ইসলাম শেখাতে

থাকেন। তাদের কুরআন কারীম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত শেখাতে থাকেন। -সীরাতে ইবনে হিশাম ৫/২৯১ (দারুল জীল-১৪১১ হি.); দালায়েলুন নুবুওয়াহ ৫/৪১১-৪১২

দুই. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামানবাসীর জন্য মুআল্লিম বানিয়ে পাঠান। তাঁর তত্ত্বাবধানে ইয়ামানের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকজন মুআল্লিম তালীমের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি নিজে তালীম ও কাযার দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি পুরো এলাকায় ঘুরে ঘুরে ইলম ও দ্বীন শিক্ষাদানকারীদের নেগরানি করতেন এবং তালীম-তাআল্লুম তথা শিখন ও শিক্ষাদানের বিষয়টি দেখভাল করতেন। (তারীখে তাবারী ৩/২২৭-২২৯

তালেবে ইলেমদের দায়িত্ব ও করণীয়

ইলমের মত এত দামী ও সম্মানি বস্তু বক্ষে ধারণ করা চরম সৌভাগ্যের ও পরম পাওয়ার বিষয় । পৃথিবীতে এই অমূল্য সম্পদ কেবল তারাই অর্জন করতে সক্ষম হয়, তারাই কেবল এই দূর্লভ রত্নের মালিক হয় যাদের প্রতি রয়েছে মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ।

সুতরাং ইলমের পথে অভিযাত্রীদের সজাগ থাকতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত এই নেয়ামতের যেন বেকদরী না হয় । সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও নিরন্তর সাধনার মাধ্যমে ইলম হাসিলের পথকে চির মসৃন ও নিরঙ্কুশ রাখতে হবে আর এর জন্য চাই সর্বোচ্চ দায়িত্ববোধ ও অবিশ্রান্ত মেহনত । নিম্নে তালেবে ইলেম ভাইদের কিছু দায়িত্ব ও করণীয় তুলে ধরা হলো ।

১.গুনাহের পথ পরিহার

নিজেকে ধোঁকা-প্রতারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, বদ আকীদা, বদমেজাজ ইত্যাদি পাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে । পরিহার করে চলতে হবে গুনাহের সকল পথ । যাতে করে নিজের মধ্যে ইলম ও ইলমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় প্রবেশ করার পথ খুলে যায় এবং ইলম নামক নূর যথাযথ পাত্রে অনুপ্রবেশ করে । কেননা বলা হয়ে থাকে-

إن العلم صلاة السر ، وعبادة القلب، وقربة الباطن

“ইলম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সালাত, কলবের ইবাদত এবং গোপন নৈকট্য ।

সুতরাং সালাত যেমন বাহ্যিক অপবিত্রতামুক্ত হওয়া ছাড়া সহীহ হয় না তেমনিভাবে কলবের সালাত ইলমও সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতার সঙ্গে কবুল হবে না । সালাফে সালেহীন আরো বলেন,

يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزرع، فإذا طيب العلم ظهرت بركته

ভূমি যেমন শস্য ও ফসলাদি দ্বারা সজীব হয়ে ওঠে তেমনিভাবে অন্তরও ইলম দ্বারা সজীব ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর যখন ইলমের সজীবতা সৃষ্টি হয় তখন বাহ্যিকভাবে এর নমুনা প্রকাশ পায় ।'

সাহল (রহ.) বলেন,

حرام على قلب أن يدخله نور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل

ঐ কলবের ভেতর ইলমের নূর প্রবেশ করানো হারাম, যে কলবে আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় কিছু বিদ্যমান থাকে ।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ এর প্রখ্যাত উস্তাদ হযরত ওয়াকী রহ এর বিখ্যাত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য । তিনি ইলম সংরক্ষণের জন্য যে নুসখা বলে দিয়েছিলেন তা গোটা পৃথিবীর তালেবে ইলম ভাইদের স্বরণ রাখা একান্ত দায়িত্ব ।

شكوت إلى وكيع سوء حفظي * فأرشدني إلى ترك المعاصي

و أخبرني بأن العلم نور * و نور الله لا يؤتى لعاصي

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আমি আমার উস্তাদ ওয়াকী রহ. এর নিকট স্মরণ শক্তি লোপের অভিযোগ করলে তিনি আমাকে গুনাহের পথ পরিহার করার নির্দেশনা দিলেন

এবং অবগত করলেন যে, ইলেম হল আল্লাহ প্রদত্ত নূর । আর আল্লাহর এই নূর গুনাহগারকে দেওয়া হয় না ।

২. নিয়ত পরিশুদ্ধ করা

তালিবে ইলমের অবশ্যই নিয়ত শুদ্ধ করে নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন, দীন- ইসলামের প্রচার-প্রসার, নিজের কলবকে নূরান্বিত করা, বাতেনকে সুশোভিত করা এবং সর্বোপরি উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে দ্বীনী জাগরণ সৃষ্টি করার নিয়ত করতে হবে। নিয়তকে ঠিক রাখাই আসলে সবচেয়ে কঠিন কাজ । সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন,

ما عالجت شيئاً أشد من نيتي،

'আমি নিয়তের পরিচর্যার চেয়ে বেশি কোনো বস্তুর পরিচর্যা করা কঠিন মনে করিনি ।'

ইলম অর্জন করার দ্বারা কখনও দুনিয়া উপার্জনের নিয়ত করা যাবে না । কেননা এটা হবে উত্তম বস্তুর তুলনায় অনুত্তম বস্তু গ্রহণ করা । কারণ ইলম হচ্ছে একটি ইবাদত । তাই এতে এখলাস থাকা অপরিহার্য । তবেই এতে বরকত হয় । পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করা হয় তবে আমল বাতিল হবে এবং সেটা চরম আক্ষেপ ও আফসোসের কারণ হবে। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ত পরিশুদ্ধ করণে তাকিদ দিয়ে হাদীসে ইরশাদ করেন, নিশ্চয় সকল কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল ।তাই এ বিষয়টি আমাদের সর্বদা বিবেচনায় রাখতে হবে । অবশ্যই রাখতে হবে । এ দামী সম্পদ, মুল্যবান নিয়ামত ইলমকে দুনিয়ার তুচ্ছ ভোগ্য বস্তুর বিনিময় বিক্রি করে দেয়া যাবে না । দুনিয়া অর্জনের জন্য শিক্ষা করা যাবে না ।

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ
عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». يَعْنِي رِيحَهَا .

অর্থ: হযরত আনাছ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করল যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় । কিন্তু সে ইলম শিক্ষা করছে দুনিয়া কামানোর জন্য কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না । (আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৬৬৬)

আমাদের এ কথাটিও স্মরণ রাখতে হবে যেন আত্মগৌরবও লৌকিকতার জন্য ইলম অর্জন করা না হয় ।

৪.আত্মবিসর্জনের মনোভাব রাখা

ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মবিসর্জনের সেতু পাড়ি না দিয়ে কেউ ইলমি ময়দানে বিচরণ করতে পারে নি । এ পথ বড় কঠিন পথ । একের পর এক ছিন্ন তসবীর দানার মতো পরিক্ষার সম্মুখিন হতে হয়, মুখোমুখি হতে হয়।নানা সংকটের তবুও ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে ।

নিজের আর্থিক সঙ্গতির ওপরেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে । অর্থকষ্ট ছাড়া ইলমের প্রশস্ততা হাসিল করা যায় না। যদি অন্তরকে যাবতীয় লোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত রাখা যায় তবেই দিলে হেকমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে । ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

لا يطلب أحد هذا العلم بألملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح

'ইজ্জত ও রাজত্ব দিয়ে ইলম হাসিল করতে গিয়ে কেউ সফল হয়নি। বরং যে নিজের নফসকে বিলিয়ে দিয়ে, সংকীর্ণ জীবিকাতে সন্তুষ্ট হয়ে এবং ওলামায়ে কেরামের খেদমত করে ইলম হাসিল করেছে সফলতা তারই পদচুম্বন করেছে ।

যে ব্যক্তি পেশা ও অর্থ উপার্জনের ওপর ইলম অর্জনকে প্রাধান্য দেবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর বদলায় উত্তম ব্যবস্থা করবেন এবং তাকে কল্পনাতীত রিযিক দান করবেন তবে এর আগে ইলেমের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে । কষ্ট করা ছাড়া ইলম হাসিল করা যায় না- সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে । কেননা ইলম অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর কোনো বস্তু দিয়ে এর মূল্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আর একথা চিরসত্য যে, মূল্যবান বস্তু স্বীকার করেই হাসিল করতে হয়। মূল্যবান বস্তু শ্রম দেওয়া ছাড়া হাসিল হওয়ার কোনো নজির নেই। একারণে আমাদের পূর্বসূরীগণ ইলম হাসিলের জন্য কষ্ট স্বীকার করাকে ইলমের সুন্নাত বলে মনে করতেন। তারা নিজেরাও কষ্ট স্বীকার করতেন এবং অন্যকেও এব্যাপারে উৎসাহিত করতেন । তারা বলতেন, সুদীর্ঘকাল সম্মানিত হতে হলে সামান্য সময় কষ্ট। স্বীকার ও নিজেকে বিলিয়ে দিতেই হবে ।

৫. সময়ের হেফাযত করা

সময়কে ভাগ করে কাজে লাগালে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। হিফজের জন্য সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাতের শেষপ্রহর, গবেষণার জন্য ভোর, লেখালেখির জন্য দিনের মধ্যভাগ এবং মুতালাআ-মুজাকারার জন্য রাত। বিজ্ঞজনদের অভিমত হলো, রাতের বেলায় হিফজ করা দিনের বেলায় হিফজ করার চেয়ে বেশি উপকারী। আর হিফজ করার স্থান হিসেবে মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটায় এধরনের প্রাকৃতিক ও সৌন্দর্যময় স্থান থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। যেমন, সবুজ বাগান, নদীর পাড়, রাস্তার পার্শ্ব, স্থিতি নষ্ট করে এবং মনোসংযোগে চিড় ধরায় তাই যথাসম্ভব নিরিবিলি স্থান বেছে নিতে হবে।

৬. পরিমিত আহার করা

ইলমের সূক্ষ্ম বিষয় চর্চা, সহীহ সমঝ হাসিল এবং ক্লান্তি থেকে বেঁচে থাকার নিরাপদ উপায় হচ্ছে অল্প পরিমাণ হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,'আমি ষোল বছর ধরে পেট পূর্ণ করে খানা খাইনি ।'

এর কারণ হচ্ছে অধিক আহার অধিক পিপাসার কারণ । আর অধিক পিপাসা ঘুম আনয়ন করে, মেধা দুর্বল করে এবং শারীরিক প্রফুল্লতা খতম করে । এছাড়া শারীরিক রোগ-ব্যাধির ব্যাপার তো আছেই ।

সুতরাং যে ব্যক্তি অধিক পানাহার সত্ত্বেও ইলম অর্জনে সাফল্য চায় সে বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করে। তাই খাবার গ্রহণে স্বল্পতা আবশ্যক । এক্ষেত্রে হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করলে অধিক ফল পাওয়া যাবে । হাদীসে বলা হয়েছে-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنَ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

“মানবসন্তানের পেট পূর্ণ করার চেয়ে অন্য কোনো পাত্র পূর্ণ করা এত নিকৃষ্ট নয় । তার জন্য তো মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট । আর যদি তাতে না হয় তবে কেন সে পেটের একভাগ খাবার একভাগ পানি এবং একভাগ তার নিজের জন্য বরাদ্দ করে না? (মুসনাদ
আহমাদ: ১৭১৮৬)

হাদীছের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন,

لَيْسَ لِلْبَطْنَةِ أَنْفَعُ مِنْ جَوْعَةٍ تَتْبَعُهَ

‘পেটের জন্য অব্যাহত ক্ষুধানিপীড়নের চেয়ে উপকারী কোনো বস্তু নেই ।শরীর সুস্থ রাখতে অবশ্যই আহার করতে হবে তবে তা যেন অলসতার দিকে ঠেলে না দেয় ।

৭. পরিমিত ঘুম

শরীর ও জেহেন সুস্থ রাখে এই পরিমাণ ঘুমানো উচিত। রাতদিনে সর্বোচ্চ ছয় ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট । আর যদি এর চেয়ে কম পারা যায় তবে সেটাই ভাল । আর মাঝেমধ্যে নফস, কলব, জেহেন এবং দৃষ্টিকে চাঙ্গা করার জন্য তাকে সতেজ রাখতে বৈধ কৌতুক করা যেতে পারে । তবে এটা করতে গিয়ে সময়, দ্বীন ও আমলের কোনোরূপ ক্ষতি করা যাবে না । আমাদের পূর্বসূরীগণের অনেকে তাদের ছাত্রদেরকে বিনোদনের স্থানে জমায়েত করতেন এবং দ্বীনের ক্ষতি হয় না- এমন বিষয় নিয়ে হাসি- কৌতুকও করতেন। তবে অবশ্যই অবৈধ হাসি-কৌতুক, ঠাট্টা-মশকরা, অট্টহাসির আশ্রয় নেওয়া যাবে না । মাঝে মাঝে ইলমি বিনোদনমূলক ছোট খাট সফরের ব্যবস্থা করাও যেতে পারে তবে তা অবশ্যই উস্তাদের নেগরাণীতে হতে হবে ।

৮.সঙ্গস্পৃহা ও ভুল নির্বাচনের ফাঁদে পা না দেয়া

তারুণ্যের প্রথম আলোকটা থাকে টান টান উত্তেজনামুখর । এটিই মূলত মেধা বিকাশের উপযুক্তক্ষণ । নতুন কিছু সৃষ্টির উন্মাদনা তাকে অধির করে রাখে । পৃথিবীর বুকে গত

হয়ে যাওয়া সকল মনীষীর অবদান তার কাছে তুচ্ছ মনে হয় । কিন্তু আফসোসের কথা হলো, এই উপচে পড়া উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত করতে অনেকের মনে অতি সঙ্গোপনে বাসা বাঁধে সঙ্গস্পৃহা । কিন্তু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার স্বল্পতার দরুন সঙ্গী নির্বাচন করতে সে ভুল করে, সে নির্বাচন করে সহপাঠির ভীড়ে মনের সাথে খাপ খায় এমন কাউকে । মনে মনে ভাবতে থাকে জীবন বুঝি স্বার্থক হলো । এর পরের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দরস ফাঁকি দিয়ে আড়ালে আবডালে গল্পে মেতে থাকে।খুব কাছাকাছি থাকার পরেও অপ্রাপ্তি ও না পাওয়ার বেদনায় অস্থির থাকে তার হৃদয় । সামান্য বিচ্ছেদে ভেঙ্গে পড়ে, তার অনুসন্ধানি দৃষ্টি। কেবল খুঁজতে থাকে তার নির্বাচিত সঙ্গীকে ছাত্রদের ভিড়ে, মসজিদে বা ক্লাসরুমে । আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকে তার প্রতিভার ধার ও মেধাস্ফুরণশক্তি। এভাবেই নির্বুদ্ধিতা ও লাগামহীন আবেগের মুখে অক্ষম করে তোলে তারুণ্যের প্রথম আলোকটাকে ।

তাই তালেবে ইলমের অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষতিকর বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকা। বিশেষ করে যদি ভিন্ন শ্রেণীর এবং খেলাধূলায় অভ্যস্ত ও নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল বন্ধু হয় তবে তো কথাই নেই। সুতরাং তালেবে ইলমের কর্তব্য হচ্ছে এমন ছাত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখা, যে নিজেও উপকৃত হয় এবং অন্যকেও উপকৃত করে ।

আলেমের প্রতি মুহাব্বত লাভের জন্য ইলমের প্রতি মুহাব্বত থাকা পূর্বশর্ত । সুতরাং মুহাব্বতের মাপকাঠি হওয়া দরকার ইলম । অতএব যে ব্যক্তি বন্ধু হবে তাকে অবশ্যই ইলমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং সে বন্ধুর ইলম হাসিলে ক্ষতিকর এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না ।

যদি ইলমের জন্য ক্ষতিকর কোনো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েই যায় তবে দ্রুত তা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। বিলম্ব হলে তা দূর করা অসম্ভব হয়ে যেতে পারে ।বন্ধুত্ব করতে চাইলে এমন লোকের সঙ্গেই করতে হবে, যে নেককার, দীনদার, মুত্তাকি, অধিক কল্যাণের আধার, কম খারাপের অধিকারী, সদাচার । যদি ভুলে যায় তবে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাকে স্মরণ করালে সহজে মেনে নেয়। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

لا تصحب أخا الجهل ... وإياك وإيَّاه

فكم من جاهل أردى ... حليماً حين آخاه

তুমি কখনও জাহেলকে বন্ধু বানিয়ো না । অনেক জাহেল ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করায় নিকৃষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত করেছে ।

কেউ কেউ বলেন,

إن أخاك الصدق من كان معك ... و من يضر نفسه لينفعك

'তোমার প্রকৃত বন্ধু সেই, যে নিজের ক্ষতি করে হলেও তোমার উপকার করে ।

৯.উস্তাদ নির্বাচন

একজন তালেবে ইলমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কোন মাদরাসায় ও কোন উস্তাদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করবে তা ইস্তেখারার মাধ্যমে নির্ধারণ করা । কোথায় তার মেধার বিকাশ ঘটবে, উস্তাদগণের স্নেহপ্রবণতায় নিজের ইলমী যোগ্যতা বিকশিত হবে, তাকওয়া-পরহেজগারী, সততা-দ্বীনদারী অর্জন হবে, লেখাপড়ার মান নিশ্চিত হবে ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে । তবে বেশি ইলম হাসিল করতে গিয়ে কিংবা প্রসিদ্ধি হাসিল করতে গিয়ে দীন, আমল ও শিষ্টাচার বিসর্জন দিতে হয় এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা যাবে না । আমলহীন প্রসিদ্ধ লোকদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করার চেষ্টা করবে না। তবে উস্তাদ যোগ্য হলে তার বংশ মর্যাদা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা যাবে না । ইমাম গাযালী (রহ.) এটাকে অহংকারের মধ্যে শামিল করেছেন । কারণ মূল হচ্ছে ইলম হাসিল করা । বলা হয়-

الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها

প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানে তা পায় কুড়িয়ে নেয় । অতএব এখানে ব্যক্তিত্বের অহংবোধ গৌণ । তাই যেখানেই বিশুদ্ধ ইলম পাওয়া যাবে সেখানেই ছুটে যাবে এবং বাঘ থেকে পলায়ন করার ন্যায় মূর্খতা থেকে পলায়ন করবে । আর বাঘ থেকে পলায়নকারী ব্যক্তি কিন্তু যে-ই তাকে মুক্তির পথ দেখায় তার কথাই মানে । তার ব্যক্তিত্বের খোঁজ-খবর করতে যায় না ।মর্যাদায় নিচু হলেও তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করাতে দোষ নেই এবং এতে মর্যাদা বাড়বে, ইলমে বরকত হবে। অবশ্য মুত্তাকী, পরহেযগার ব্যক্তি হলে তার মাধ্যমে তো আরো বেশি উপকৃত হওয়া যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই । কিতাবের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। যে কিতাব দ্বারা সত্যিকারের ইলমী উপকারিতা হাসিল হয়, আমলের উন্নতি ঘটে তা পাঠ করতে কার্পণ্য করা যাবে না ।

তবে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, উস্তাদ যেন শরীয়তের ইলমের ব্যাপারে দক্ষ হন । তার ব্যাপারে সমকালীন ব্যক্তিগণ আস্থাশীল থাকেন । যে আলেম শুধু কিতাবের পেট থেকে ইলম হাসিল করেছেন তার কাছে ইলম হাসিল করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় । ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام،

'যে ব্যক্তি কিতাবের পেট থেকে ইলম হাসিল করে সে আহকামকে ধ্বংস করে ।'

অন্য এক বুযুর্গ বলেন,

من أعظم البلية مشيخة الصحيفة، أي الذين يتعلمون من الصحف

‘কিতাবী শায়খ' হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ অর্থাৎ যারা শুধু কিতাবের পাতা থেকে ইলম অর্জন করে তারা জাতির জন্য বিপদের কারণ । প্রখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী রহ. বলেন,

যে শায়েখ ছাড়া ইলম অর্জন করবে সে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হবে ।

১০.উস্তাদের নেক দু'আ ও পরামর্শ নিয়ে ইলমী খেদমতে নিয়োজিত হওয়া

কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন পদক্ষেপ নিলে উস্তাদের দু'আ ও পরামর্শ সাপেক্ষে তা করা । উস্তাদ ও রূহানী মুরুব্বীর পরামর্শ ছাড়া বড় ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলে অনেক সময় ব্যর্থতা সঙ্গী হয় এবং গৃহীত পদক্ষেপ মুখ থুবড়ে পড়ে । একারণে শফীক উস্তাদের পরামর্শ ও দু'আ নিয়ে যে কোনো কাজ শুরু করা দরকার ।

১১.উস্তাদের খেদমত

উস্তাদকে জটিল রোগীর দক্ষ চিকিৎসক মনে করে তার যাবতীয় আদেশ ও পরামর্শ মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। তার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখবে এবং খেদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করার চেষ্টা করতে হবে । আর একথার উপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখতে হবে যে, উস্তাদের জন্য নিজের যিল্লতিতে প্রকৃত সম্মান, বিনয়ী হওয়াতে ফখর এবং নূম হওয়াতে উচ্চমর্যাদা নিহিত । ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের মতো এমন সম্মানী ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও যায়দ ইবন ছাবেতের বাহনের রেকাবি ধরতেন । কারণ তিনি তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছিলেন । আর তিনি একথা বলতেন,

هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا

‘আমরা আমাদের উস্তাদ ও আলেমদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করতেই আদিষ্ট হয়েছি ।' হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ.
وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ، وَالْوَقَارَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعْلَمُونَ مِنْه

ইলম হাসিল করো এবং ইলম হাসিল করার জন্য গাম্ভীর্য শিক্ষা করো । আর যার কাছ থেকে ইলম হাসিল কর, তার প্রতি বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল হও ।' [মু'জামুল আওসাত: ৬১৮৪]

মনে রাখতে হবে বিনয়ী হওয়া ছাড়া এবং আনুগত্য প্রদর্শন করা ছাড়া ইলম হাসিল করা যায় না। অতএব ইলমী বিষয়ে উস্তাদের যে কোনো পরামর্শ মাথা পেতে মেনে নেয়া

উচিত । নিজের ‘সঠিক বুঝে’র ওপর উস্তাদের ‘ভুল বুঝ’কেই প্রাধান্য দেয়াতেও কামিয়াবী ।

১২.ইলম অনুযায়ী আমল

স্মরণ রাখা উচিত যে, ইলমের সাথে আমল একান্ত আবশ্যক বা অপরিহার্য। ইলম ব্যতীত আমল এবং আমল ব্যতীত ইলম কোনটাই উপকারী নয়। যে ইলমের সাথে আমল নেই, তা অজ্ঞতার পর্যায়ভুক্ত। আমলহীন আলিম জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমন কি ঐ ইলম দ্বারা তার কোন উপকারও হয় না। যদি আমলবিহীন শুধু ইলম উপকারী বা সম্মানের যোগ্য না।
আল্লাহ বলেন,
“কেন, এমন কথা বল যা তোমরা কর না, অর্থাৎ আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত ক্রোধের বিষয় যে, লোকে যা বলে এটা তারা করে না।” (সূরা সফ:২-৩)
হাদীসে বর্ণিত আছে : “হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : পাঁচটি বিষয় উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি মুক্তি পাবে না : (১) কোন কাজে তার জীবন কাটিয়েছে; (২)তার যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছে; (৩-৪) কিভাবে ধন-সম্পদ অর্জন করেছে এবং কিভাবে তা ব্যয় করেছে; (৫) ইলম অনুযায়ী সে আমল করেছে কিনা?”

সুতরাং আমলবিহীন ইলম কোন কাজেই আসবে না। জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য কি কি ফরয ও ওয়াজিব করেছেন। অথচ আমরা এর প্রতি উদাসীন! এর বিপরীত কিছু বিষয় এমনও আছে যে সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং তা অপছন্দ করেছেন। অথচ আমরা এর সাথে জড়িত ও এতেই নিমজ্জিত।

আমল ব্যতীত ইলম যেমন উপকারী নয়, তেমনি ইলম ব্যতীত আমলও কোন উপকারী নয়।না বুঝে ইবাদতকারী আবেদের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। প্রকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহারে রইল কিন্তু সে জানে না রোযা কি? অথবা কেউ তার টাকা-পয়সা দান করল কিন্তু সে জানে না এ দান-সদকার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এ অবস্থায় তার কোন আমলই ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে না। এ সমস্ত কাজ ইবাদতের মধ্যে গণ্য হওয়ার জন্য জরুরী হলো এই যে, এটা

শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কাজ- এ জ্ঞান হলেই চলবে না বরং আল্লাহর ইবাদত হিসেবে করার নিয়্যত হতে হবে।

শুধু এটাই নয়; বরং মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় ইলম অনুযায়ী আমল না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয় না। ইলম অনুযায়ী আমল যত বেশী করবে, পথও ততটা উন্মুক্ত হবে। যখন আমল বন্ধ করে দিবে, তখনই তার চলার পথও বন্ধ হয়ে যাবে। হযরত ইবরাহীম আদহাম (রা.) একবার পথ চলাকালীন সময়ে রাস্তার উপর একটি পাথর দেখতে পেলেন যার উপর লেখা ছিল ''আমাকে উল্টিয়ে পড়।'' (তিনি বলেন আমি এটাকে উল্টিয়ে পড়লাম, এতে লেখা আছে : ''তুমি যা জানা তদানুযায়ী যদি আমল না কর তা হলে তোমার যা জানার ইচ্ছা আছে, তা জানার উৎসাহ সৃষ্টি হবে কোথা হতে?''

ইলম অনুযায়ী আমল না করার শাস্তি

জীবনের প্রতিটি কাজই আমল। ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে জানার পর সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। ইলম অনুযায়ী কিংবা উপদেশ অনুযায়ী আমল না করায় রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা।

হাদিসে এসেছে-

হজরত ওসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে আসবে। এ অবস্থা নিয়ে সে ঘুরতে থাকবে, যেভাবে আটা পিষা জাঁতার সঙ্গে গাধা ঘুরতে থাকে।

জাহান্নামিরা তার কাছে সমবেত হবে এবং তারা বলবে- আপনি কি আমাদের ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধ করেননি?

অতপর সে বলবে- 'হ্যাঁ', আমি তোমাদের ভালো কাজের আদেশ করতাম ঠিকই কিন্তু নিজে তা পালন করতাম না। আর খারাপ কাজে নিষেধ করতাম আর নিজেই তা করতাম।' (বুখারি, আবু দাউদ)

কেয়ামতের ময়দানে সেসব আলেম ও জ্ঞানীরাই বিপদগ্রস্ত হবে, যারা ইলম অর্জন করেছে, আমল করার উপদেশ দিয়েছে ঠিকই নিজেরা সে জ্ঞান বা উপদেশ অনযায়ী আমল করেনি। তারা জাহান্নামে নিক্ষেপিত হবে।মনে রাখতে হবে,হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী আমলবিহীন ইলম কেয়ামতের দিন বড় শাস্তির কারণ হবে। প্রবাদে রয়েছে যে, 'ইলম অর্জনকারী আমলবিহীন ব্যক্তি ফলবিহীন গাছের ন্যায়'।

সুতরাং মানুষের উচিত দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান জানার সঙ্গে সঙ্গে যখন নিজেরা আমল করবে ঠিক তখনই অন্যকেও আমল করার ব্যাপারে উপদেশ দেবে। হাদিসের নির্দেশনাও এমনই কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমার কাছ থেকে একটি নির্দেশনা হলেও অন্যের কাছে পৌছে দাও।’

তালেব ইলমদের প্রতি ইমাম আবু হানিফা রহ.এর নসীহত

* সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং মানুষের আমানতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে । আর সকল শ্রেণী মানুষের কল্যাণ কামনা করবে ।

*কারো সাথে সাক্ষাত হলে প্রথমে সালাম দিবে এবং বিনয় ও নম্র ভাষায় কথা বলবে । নেককার লোকদের মুহাব্বত করবে এবং মন্দ শ্রেণীর লোকদের সাথে নম্র আচরণ করবে । যেন তার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট না হয়।

* বিশেষ পাঁচটি হাদীসের উপর আমল করবে। যেগুলো পাঁচলক্ষ হাদীস থেকে নির্বচন করা হয়েছে- পাঁচটি হাদীস হলো-

انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

অর্থাৎ সওয়াব ও আযাব নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট । আমল যদি খালেছ ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় তাহলে সওয়াব পাওয়া যাবে। আর আমল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হলে আযাবের কারণ হবে ।

من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه

অর্থ- মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য্য হলো অহেতুক ও বাজে কাজ পরিহার করা । মানুষ থেকে এমন অনেক কাজকর্ম ঘটে থাকে যার মধ্যে সময় নষ্ট ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের কোন উপকার নেই । এমন কাজকে অহেতুক কাজ বলে । আর অহেতুক কাজে লেগে থাকার দ্বারা নেক কাজের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায় এবং উক্ত সময়ে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত,যিকির ও দূরূদ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়। একজন দুনিয়াদার ব্যবসায়ী তার লোকসান বুঝতে পারে কিন্তু আখেরাতের অম্বেষীগন এ ব্যাপারে চিন্তাও করে না। তারা অহেতুক কাজকর্মে বহু সময় নষ্ট করছে । ভেবে দেখা দরকার, যখন অহেতুক ও বাজে কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে এপরিমাণ সতর্ক করা হয়েছে তাহলে গুনাহ থেকে বিরত থাকা কী পরিমাণ প্রয়োজন?

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

অর্থ- তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করে যা নিজের জন্য পছন্দ করে ।

ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثي من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حين الا وإن حتى الله محارمه الا! وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل
وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب

অর্থ- নিশ্চয় হালাল বস্তু সমূহ সুস্পষ্ট এবং হারাম বস্তু সমূহ ও স্পষ্ট। উভয়ের মাঝে অনেক সন্দেহযুক্ত বস্তু রয়েছে অথচ এ সম্পর্কে অনেক লোক অজ্ঞ। এতএব যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বস্তু থেকে বিরত থাকলো,সে তার ঈমান ও আমল সংরক্ষণ করলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বস্তুতে লিপ্ত হলো, সে অচিরেই হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে । যেমন রাখাল যদি তার সন্দেহ যুক্ত ক্ষেতের পাশে মেষ চড়ায় তবে তা শস্য ক্ষেতে মুখ দিবে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশার জন্য রয়েছে নিজস্ব আইনের আওতাধীন এলাকা । যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, সে অভিশাপ ও ধ্বংসে পতিত হবে । জেনে রাখ, নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোস্ত রয়েছে।যদি তা সুস্থ থাকে, পুরো শরীরটাই সুস্থ থাকবে । আর যদি রোগাক্রান্ত হয় সমস্ত শরীর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে । মনে রেখ, তা হলো কলব ।

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

অর্থ- প্রকৃত মুসলমান সে যার হাত ও মুখ হতে অপর মুসলমাননিরাপদে থাকে ।

* সর্বদা সত্য কথা বলতে কখনও কারো পরোয়া করবে না । যদিও তা রাষ্ট্রপ্রধানের বিপক্ষে হোক না কেন ।

* লোকজনের সাথে চলাফেরা অবস্থায় অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে যাতে মানুষ তোমার থেকে যিকির শিখা পারে (এবং তোমার যিকির দেখে তারাও যিকিরের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়।)

মুয়াজ্জিনের আযান শোনা মাত্রই মসজিদে চলে আসবে। এক্ষেত্রে সাধারণ লোক যেন তোমার চেয়ে অগ্রগামী হতে না পারে ।

* লাভ-লালসা ও মিথ্যা পরিহার করবে এবং বিভ্রান্তকর আলোচনা থেকে বিরত থাকবে । কেননা এতে নিজের বড়ত্ব ও মান মর্যাদা সংরক্ষিত থাকে ।

হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর কিছু বক্তব্য

হাকীমুল উম্মত রহ. বলেছেন-

১. ইলমে দ্বীনের একটি পরিমাণ শিক্ষা করা সবার জন্য জরুরি। সেই পরিমাণ হল-

-জরুরি আকায়েদ শুদ্ধ করা

-মুআমালা ও মুআশারা তথা লেনদেন ও আচরণবিধি,

—ফরয ইবাদতসমূহের জরুরি আরকান, শর্তাবলি ও বিধিবিধান যেগুলোর সম্মুখীন হতে হয়, এগুলোর জরুরি বিধিবিধান জানা। যেমন, নামাজ কী কী দ্বারা ফাসেদ হয়ে যায়; কোন্ কোন্ সুরতে সেজদায়ে সাহু জারি হয়; সফরে গেলে কতটুকু দূরত্বে কসর পড়তে হয়; ইমামের সঙ্গে পূর্ণ নামাজ না পেলে বাকি নামায কোন সুরতে কীভাবে পূর্ণ করতে হয়, কাযা নামাজের বিধিবিধান কী। কখন যাকাত ওয়াজিব; যাকাত আদায়ের পদ্ধতি কী। হজ্ব ও সওমের বিধিবিধান। তেমনিভাবে কোন কোন নারীর সঙ্গে বিয়ে হারাম।স্বামীর কী কী হক। স্ত্রীর কী কী হক। দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কিত বিধিবিধান কী কী। দুধপান করানোর কারণে কোন কোন আত্মীয়কে করা হারাম হয়ে যায়। লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিধানের প্রতি রাখা জরুরি। ইজারা ও ভাড়াচুক্তির কোন কোন সুরত জায়েয আর কোন কোন সুরত নাজায়েয, কোন চাকরি জায়েয আর কোন চাকরি নাজায়েয। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে নাজায়েয কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে কমপক্ষে এতটুকু তো জানতে হবে যে, নাজায়েযকে নাজায়েজই মনে করবে। এক সঙ্গে দুই অপরাধ করবে না— এক হল নাজায়েয কাজে জড়ানো, দ্বিতীয়ত নাজায়েজকে জায়েয মনে করা ।

যদি কেউ প্রশাসনিক ক্ষমতাশালী হয় তাহলে প্রশাসন ও বিচার-আচারের শরয়ী বিধিবিধান জানা কর্তব্য। ধরে নেওয়া হোক, যদি সে কোনো কারণে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হয় তা-ও তার জন্য এ কারণে জানা জরুরি। তাহলে সে শরীয়া মোতাবেক কৃত ফয়সালাসমূহ সঠিক এবং শরীয়া মোতাবেক নয় এমন ফয়সালাসমূহ হক নয়—এ কথার বিশ্বাস রাখতে পারে, এর বিপরীত বিশ্বাস রেখে নিজের ঈমান খোয়াবে না ।

খাবার-পানীয়ের মাঝে কোনটা কোনটা জায়েয আর কোনটা নাজায়ে বিনোদনের উপায়-উপকরণের মাঝে কোনটি ব্যবহার করা সঠিক আর কোনটি সঠিক নয় । আত্মিক প্রবণতার মাঝে কোনটি নন্দিত আর কোনটি নিন্দিত,অহংকার, ক্রোধ, লোভ, জুলুম ইত্যাদির হাকীকত জানা। এমনিভাবে ইখলাস, তাওয়াযু(বিনয়), ইতিদাল (ভারসাম্য রক্ষা ও পরিমিতিবোধ), কানাআত (অল্পেতুষ্টি), ইনসাফ প্রভৃতির হাকীকত জানবে, যেন ভালো গুণাবলি তার মাঝে আছে না নেই, তা জানতে পারে। আর মন্দ দোষসমূহ তার মাঝে থাকলে সেগুলো দূর করার পদক্ষেপ নিতে পারে এবং অবহেলা হয়ে থাকলে তার জন্য

ইসতেগফার করতে পারে। আর ভালো গুণাবলি না থেকে থাকলে সেগুলো অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারে এবং এক্ষেত্রে অবহেলা হয়ে গেলে ইসতেগফার করতে পারে । এগুলো এবং এ ধরনের অন্যান্য জরুরি শরয়ী বিধিবিধান এবং অপরিহার্য দ্বীনী বিষয়াবলি। ইলমে দ্বীনের এই পরিমাণ সাধারণভাবে জরুরি। এই বিষয়টি তো প্রসিদ্ধ যে, ইলমে দ্বীনের একটি পরিমাণ জানা ফরযে আইন। এর দ্বারা এই পরিমাণ ইলমই উদ্দেশ্য। আর ফরযে আইনের মর্মও এই যে, এটি সবার জন্য সাধারণভাবে জরুরি। প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তা আবশ্যক। যে ব্যক্তিই এতে অবহেলা করবে সে গোনাহগার হবে । হুকূকুল ইলম, হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. ১৪-১৬, তাজদীদে তালীম ওয়া-তাবলীগ, মাওলানা আবদুল বারী নদভী, খলীফায়ে মুজায, হাকীমুল উম্মত ২২-২৬

হাকীমুল উম্মত রহ. বলেছেন—

মুসলিমদের বাচ্চাদের সর্বপ্রথম কুরআন পড়ানো উচিত। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অল্প বয়সে বিভিন্ন ইলম ও ফন শেখার মতো ধারণক্ষমতা বাচ্চাদের থাকে না, কিন্তু এসময় কুরআন কারীম সহজেই পড়ানো যায় নতুবা সেই সময়টা বেকার যায়। শুধু তাই নয়, ইংরেজি শিক্ষা- দীক্ষা, কোনো কারিগরি ও শিল্প এবং অন্য কোনো দুনিয়াবী কাজে লেগে যাওয়ার আগে দ্বীনী তালীমের নেসাব পূর্ণ করা জরুরি।

এ কথা তো সবারই জানা, আমাদের জন্য দ্বীনে ইসলামের প্রয়োজন দুনিয়ার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তো দুনিয়াবী জ্ঞান ও শিক্ষা- দীক্ষার পেছনে যত সময় ব্যয় হয়, এর চেয়ে বেশি দ্বীনী ইলম শিক্ষার পেছনে ব্যয় করা উচিত। যদি বেশি না হয় তাহলে অন্তত সমান সমান সময় দেওয়া চাই। কিন্তু এখন তো সমান সময় বের করতে বলা হয় না, বরং শুধু এতটুকু সময় ফারেগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যার দ্বারা অন্যান্য জ্ঞান ও শাস্ত্র অর্জনের সুযোগ থাকে। ব্যস, কেবল দুই-আড়াই বছর। এ সময় বাচ্চাদের অন্যান্য সকল কাজ থেকে মুক্ত করে দিন। শুধু ইলমে দ্বীন শিক্ষাদানে মশগুল রাখুন। মুসলমানদের জন্য এটিই সর্বাগ্রে করণীয়। আল্লাহর বিধিবিধানের সামনে কোনো কিছুরই মূল্য নেই। আগে তা পরিপূর্ণভাবে শেখা জরুরি। পরে অন্যান্য কাজ । মোটকথা দ্বীনের জরুরি বিষয়াবলির শিক্ষাদান কর্তব্য। চাই তা উর্দুতে হোক বা আরবীতে। কিন্তু তা ইংরেজি শিক্ষাদানের আগে হওয়া চাই। কারণ প্রথমে শিক্ষাদানকৃত বিষয়ই মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এটি মুনাসিব নয় যে, চোখ খোলামাত্রই বাচ্চাকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া শুরু হল । প্রথমে কুরআন কারীম পড়াও। যদি পূর্ণ করতে না পারে তাহলে অন্তত দশ পারা। এর পাশাপাশি প্রতিদিন তেলাওয়াতের ইহতেমাম কর। এর পর দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে লিখিত কিছু পুস্তিকা কোনো আলেমে দ্বীনের কাছে পড়াও। 'হুকূকুল

কুরআন—খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত ৪/৪২; ওয়াজ : জরুরতুল ইলমি বিদ দ্বীন-দাআওয়াতে আবদিয়্যাত ৩/৬৯, খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত ৩/২৯৭; দাআওয়াতে আবদিয়্যাত ৬/১৩৯; ওয়াজ

:

হক্কুল ইতাআত-দাআওয়াতে

আবদিয়্যাত ২০/৪৩-খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত ৬/১১৯, উলূম ওয়া-ফুনূন আওর

নেসাবে তালীম তারতীব : মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী ৩৮-৪১

হাকীমুল উম্মত রহ. আরও বলেছেন-

‘মুসলমানদের আমি এ কথা বলি না যে, তারা সবাই কুরআনের কারী হয়ে যাবে। কিন্তু এতটুকু সবার যিম্মাদারি যে, প্রয়োজন পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত সহীহ করে নেওয়া। আর তা তখনই সম্ভব হবে যখন শেখানোর শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকবেন। আর অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত, যতটুকুই শিখতে চাক না কেন, শিক্ষক আপন শাস্ত্রে দক্ষ হওয়া চাই। সারকথা এই যে, কুরআন শরীফের তেলাওয়াত সহীহ করার জন্য একজন 'কারীর' প্রয়োজন।

কিন্তু কথা দিয়ে তো কাজ হয় না, যখন কারী থাকবে তখন তার খরচাদির দায়িত্বও আপনাদের জিম্মায় থাকবে। আর প্রত্যেক শাস্ত্র শিখন-শিক্ষাদানের জন্য কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন পড়ে। কারীর জন্য কিছু কিতাবেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া আরো যত কিছুর প্রয়োজন পড়বে সেগুলো ব্যবস্থা করার দায়িত্বও আপনাদের নিতে হবে ।

এরপর এই দায়িত্ব পালনেরও দুই পদ্ধতি :

এক হল, প্রত্যেকের কাছে একজন করে ‘কারী’ থাকবেন এবং সব জায়গায় কিতাবাদি ও অন্যান্য জরুরি জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করা হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, নির্দিষ্ট এক জায়গায় এই সবকিছুর যথাযথ ব্যবস্থা করা হল, আর সবাই সেখান থেকে উপকৃত হল। এই পদ্ধতি অনেক সহজ।'

হযরত আরো বলেছেন, যারা দ্বীনের ওপর আমলই করে না তারা শুনে নিন, ইলমের প্রয়োজন সবারই আছে। কেননা যারা দ্বীনের ওপর আমল করে,যদি তারা ইলম থেকে বেখবর থাকেন, তাহলে তাদের আমল অবশ্যই নাকেস ও অসম্পূর্ণ হবে। আমল সঠিকভাবে করার জন্য এবং পূর্ণভাবে করার জন্য তাদের ইলমের প্রয়োজন আছে। আর যারা আমল করে না তাদের করা দরকার। আর আমল নির্ভরশীল ইলমের ওপর। সুতরাং সবার জন্য ইলমের প্রয়োজন সাব্যস্ত হল। কিন্তু জরুরি নয় যে, প্রথম দিনই

কাফেলা হয়ে যাবে, কামেলও হয়ে যাবে। বরং এক কথা, দুই কথা করে শিখে সে মোতাবেক আমল করা শুরু করবে। এরপর ইলম ও আমল উভয়ের পূর্ণতার জন্য লেগে থাকবে । ওয়াজ : আলহুদা ওয়াল-মাগফিরাহ-খতরাতে সাকীমল উনার ৭০/১,৩৩-১৩৫ -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৮০; সীরাতে ইবনে হিশাম ৪/২১৯-২২১; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭